জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বন্ধ ফ্লাইওভার

মেট্রোর নির্মাণকাজে দু'দফায় বন্ধ থাকবে চিংড়িঘাটা ফ্লাইওভার— ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে ২৯ জুন সকাল ৮টা। এবং ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত

ধসের আশঙ্কা

আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় বৃষ্টি থামলেই গুমোট গরম, বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে প্রবল বৃষ্টির ফলে ধসের আশঙ্কা। পাহাড়ি নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি ও নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা

মহরমের শোভাযাত্রায় প্রদর্শন নয় অস্ত্র, নির্দেশ লালবাজারের

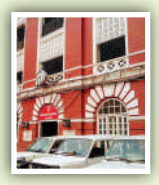

রামমন্দির তহবিল তছরুপে সম্পাদক-সহ ১৭ জন চিহ্নিত

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ২৪ ● ২৫ জুন, ২০২৬ ● ১০ আষাঢ় ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 22, Issue - 24 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 25 JUNE, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

২০২১-২০২৬ পর্যন্ত কেন্দ্রের কাছে বাংলার বকেয়া কত টাকা?

শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক রাজ্য

প্রতিবেদন : ২০২১ থেকে ২০২৬— এই পাঁচ বছরে কেন্দ্রের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কত টাকা বকেয়া ছিল তা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানাক রাজ্যের বিজেপি সরকার। বুধবার বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তের পেশ করা প্রস্তাবিত রাজ্য বাজেট নিয়ে বলতে উঠেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সেই প্রসঙ্গেই নানা দাবি-দাওয়ার মাঝেই কুণালের এই বক্তব্য কার্যত বিজেপির কাছে ছিল অতর্কিত আক্রমণ। দেখার বিষয়, জবাবি ভাষণে অর্থমন্ত্রী কী জবাব দেন!

কুণাল তাঁর বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলেন, বিগত ৫ বছরে একশো দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা, বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্র কত টাকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে তার একটা ধারণা তৈরি হওয়া দরকার। রাজ্য সরকারের কাছে দাবি, বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের কত পাওনা ছিল, আর বাস্তবে কত টাকা পেয়েছিল, এ-নিয়ে একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে টাকা দেওয়া হয়নি। এই টাকা পেলে হয়তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কাজ করতে পারতেন। আমরা দেখেছি অন্য রাজ্য টাকা পেয়েছে, আমরা পাইনি। গুজরাতের মন্ত্রীর ছেলে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছে, তার পরেও তাদের কেন্দ্রীয় পাওনা বহাল ছিল। বাংলায় তা হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে অন্য রাজ্য সাহায্য পেয়েছে, এ-রাজ্য পায়নি। কুণালের এই দাবিতে যে বিজেপি (এরপর ৬ পাতায়)

বিধানসভায় সাংবাদিক সম্মেলনে মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষ। বুধবার।

মিড-ডে মিলে ডিমের পুনর্বিবেচনার আর্জি

প্রতিবেদন : মিড-ডে মিলে ডিম বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানালেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বুধবার বিধানসভায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর স্পষ্ট কথা, সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলে ডিম বাদ দেওয়া যাবে না। ইসকন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। তাদের পক্ষে আমিষ বা ডিম দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ বাচ্চাদের কাছে ডিম একটি আকর্ষণীয় খাদ্য। সঙ্গে রয়েছে পুষ্টিও। ফলে ডিম বাদ দিলে বাচ্চাদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব পড়বে। ওদের সাইকোলজিটাও বুঝতে হবে। আমরা এ-বিষয়ে সরকারকে বলব। বিধানসভার অন্দরেও বলেছি। উল্লেখ্য, স্কুলছুট কমাতে ও (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঠাঁই নাই

তোমাদের অন্তরে কেন
এত দুঃশাসন?
তোমাদের হৃদয়ে কেন হিংসার দর্শন!
তোমাদের মুখে কেন এত বিষবৃক্ষ দূষণ?
তোমাদের কর্মধারায় কেন
অত্যাচারের ভূষণ?
পল্লবদলে শ্রাবণ ধারায়
বিরহী তব শোষণ!
লজ্জাজনক আবর্জনার মাঝারে
দীনতায় দগ্ধ মগন।
বহ্নি শেল হানি পতন সমরে
মুদিত তব নয়ন
রুক্ষ আঁখির আষাঢ় ভাদরে
লুণ্ঠিত তব জীবন।

স্মার্ট মিটার বন্ধ করতে পথে নামলেন গ্রাহকেরা

প্রতিবেদন : সরকারি কর্মী ও সরকারি অর্থভোগীদের বাড়িতে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক। সম্প্রতি হুলিয়া জারি করেছে রাজ্যের বিজেপি সরকার। রাজ্য জুড়ে এই স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর বেআইনি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করল এবার। শহর থেকে জেলা... বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধছে রাজ্য জুড়ে। জনস্বার্থে স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর চক্রান্ত রুখে দেওয়ার ডাক দিয়েছে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন।

বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্মার্ট মিটার লাগানোর বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়। কেউ যদি স্মার্ট মিটার লাগাতে না চায়, সে লাগাতে নাই পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেই স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হুলিয়া জারি করা হয়েছে। সরকারি কর্মী ও সরকারি অর্থভোগীদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগাতেই হবে— এমনই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। এই হুলিয়া জারির প্রতিবাদে তীব্র বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হল সেই মুখ্যমন্ত্রীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। বিক্ষোভ আন্দোলনে নামল বিদ্যুৎ গ্রাহকদের একমাত্র রেজিস্টার্ড (এরপর ৬ পাতায়)

বিজেপির হুমকি আত্মঘাতী নেতা

■ বিজেপির পার্টি অফিসে ডেকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত ২৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ৭ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়। না দিতে পারলে বাড়ি ভাঙচুর, বাড়িতে হামলা ও পরিবার-সহ গ্রাম থেকে উৎখাতের হুমকির অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপির বিরুদ্ধে। মানসিক চাপ ও আতঙ্কে পরিবারকে বাঁচাতে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বর্ধমান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক তৃণমূল নেতা স্বরূপ রানা। (বিস্তারিত ভিতরে)

তিন ভ্যাকসিনের দাম বাড়াল কেন্দ্র

■ জ্বালানির পর এবার বাড়ল ভ্যাকসিনের দাম। বিসিজি, মিজলস এবং মিজলস-রুবেলা, এই তিন অপরিহার্য ভ্যাকসিনের সিলিং প্রাইস বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর মূল্যসীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএ। (বিস্তারিত ভিতরে)

তারাতলায় ভেঙে পড়েছে নির্মীয়মাণ চারতলা গোডাউন। ডানদিকে— বের করে আনা হচ্ছে আহতদের।

গোডাউন ভেঙে তারাতলায় হত ৫

প্রতিবেদন : ধ্বংসস্তূপ তারাতলায় মৃত্যুমিছিল! তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ল চারতলা গোডাউন। নির্মীয়মাণ গুদামের কংক্রিট-ছাদ ভেঙে ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছেন বহু শ্রমিক। বুধবারের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের পাহাড় সরিয়ে ২২ জন শ্রমিককে উদ্ধার করে গ্রিন করিডরের মাধ্যমে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তবে এখনও ধ্বংসস্তূপের গভীরে ১৫ থেকে ২০ জন শ্রমিকের আটকে থাকার আশঙ্কা। তারাতলার ঘটনাস্থল থেকে এসএসকেএমের ট্রমা কেয়ারে শুধুই হাহাকার আর স্বজনহারা আর্তনাদ। দুপুর থেকেই ক্রেন আনিয়ে লোহার বিম কেটে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে পুলিশ, দমকল, বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সেনাবাহিনীর দল। রাতেও অনবরত চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু এত বড় বিপর্যয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, নির্মীয়মাণ ওই গুদামে কর্মরত শ্রমিকদের কি আদৌও কোনও নিরাপত্তা ছিল?

এসএসকেএম হাসপাতালে জখম শ্রমিক।

বুধবার বেলা সাড়ে ১২টা নাগাদ তারাতলায় ব্রেসব্রিজের কাছে একটি নির্মীয়মাণ চারতলা গোডাউন আচমকাই ধসে পড়ে। গোডাউনের ভিতরে কাজ করছিলেন প্রায় ৫০ জনের মতো শ্রমিক। স্থানীয়রাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 June, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯২২ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) এদিন প্রয়াত হন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন ছন্দের জাদুকর। ঠাকুরদা অক্ষয়কুমার দত্ত, বাংলা গদ্যের খ্যাতিমান পুরুষ, যাঁর রচনায় বিজ্ঞানচেতনার প্রাথমিক দ্যুতি দেখেছি আমরা। মাত্র চার বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ঠাকুরদাকে হারান বটে, তবে অনুমান করা যায়, তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা অনেকটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। প্রথম প্রকাশিত কাব্য 'সবিতা'-তে সেই বিজ্ঞানচেতনার চিহ্ন মেলে। মাত্র ৪০ বছরের জীবন সত্যেন্দ্রনাথের। সাহিত্যজীবন বছর বাইশের। জীবিত অবস্থায় তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'কুহু ও কেকা' (১৯১২)-র তুমুল জনপ্রিয়তা সত্যেন্দ্র দেখে গিয়েছিলেন। 'পাল্কীর গান', 'মেথর', 'শূদ্র' প্রভৃতি তাঁর বহুখ্যাত কবিতাগুলি এই বইয়েই স্থান পেয়েছে। শরীর তেমন মজবুত ছিল না। জটিল চোখের রোগে ক্ষীণ হয়ে আসছিল দৃষ্টি। বুঝতে পারছিলেন, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। ১৯২২-এর জুন মাসে জ্বরে পড়লেন। সঙ্গে পৃষ্ঠব্রণ। ভয়ঙ্কর কষ্ট। ক'দিন চলল তীব্র লড়াই। কিন্তু দুর্বল শরীর ধকল নিতে পারল না। ২৫ জুন (১০ আষাঢ় ১৩২৯, রাত আড়াইটে) প্রয়াত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ২৭ জুন ১৯২২ আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরোল— "বঙ্গবাণীর পূজা-মন্দিরের এক উজ্জ্বল প্রদীপ মহাকালের ফুৎকারে নিভিয়া গেল। এ যুগের গীতি-কবিতার একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, কবি সত্যেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।... কবির এই অকালমৃত্যু বাঙ্গালা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য— বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্য!"

১৯৬০ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০) প্রয়াত হলেন। বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান আধুনিক কবি। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকেই কবি সুধীন্দ্রনাথ 'চর্চিত'। তিনি খুব কম লেখেন বা প্রায় লেখেনই না বলে তাঁকে নিয়ে এত আলোচনা। শঙ্খ ঘোষের লেখায় আছে তাঁর না-লেখা নিয়ে কথা। ১৯৩৪-'৩৭ এই চার বছর কোনও কবিতা লেখেননি সুধীন্দ্রনাথ, '৪২-৪৪-এ না, ১৯৪৬-'৫২ না, আবার ১৯৫৭-'৬০-এও না! ১৯৬০-এর ২৫ জুন হঠাৎ-মৃত্যুর আগের ৩৬ বছরে রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের প্রধান এক কবির না-লেখার বয়সই ১৮ বছর! সে-কালের কলকাতায় কেউ খুব কম লিখলে শঙ্খবাবুর এক কবি-বন্ধু বলতেন, 'আপনি কি তবে সুধীন্দ্রনাথ হতে চান?' ছ'টি কবিতার বই, দুটিমাত্র গদ্যের বই। ইংরেজিতে একটি আত্মজীবনী, সেও অসমাপ্ত। আজকের এই তাৎক্ষণিক ও প্রসারসর্বস্ব সৃজনের যুগে, যেখানে একটি মনুষ্যসন্তান বা একটি কবিতার জন্মের পরেই তার চেহারাসুরত ফেসবুক-ইনস্টাগ্রামে হাট করে খুলে দেওয়াটা দস্তুর, সেখানে এইটুকু সাহিত্যপুঁজি নিয়ে কি তল পেতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত? প্রশ্নটা ঘুরপাক খায়। নিজের লেখা কেটে, ছেঁটে, জুড়ে পাল্টেছেন সারা জীবন; এমনকী যে দীর্ঘ বছরগুলিতে নতুন কিছু লেখেননি, তখনও ক্রমাগত কলম চালিয়েছেন নিজেরই পুরনো লেখায়। বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, "তাঁর মতো বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে আর কেউ বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতে অগ্রসর হননি।" আর তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, "আমার মনে হয় কাব্যের প্রধান অঙ্গ lyricism নয়, intellectualism এবং এতেই বিভিন্ন মনের আত্মকীয়তার প্রকাশ। কাব্যে intellectualism আনতে হলে প্রাধান্য দিতে হবে চিন্তাকে..." ।

২০২০ নিমাই ভট্টাচার্য (১৯৩১-২০২০) এদিন মারা যান। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। সাংবাদিকতার পেশায় থাকার সুবাদে খুব কাছ থেকে দেখেছেন সমকালীন রাজনৈতিক মহল এবং একই সঙ্গে গ্ল্যামারের দুনিয়াকে। সেই অভিজ্ঞতা ছায়া ফেলে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রাজধানীর নেপথ্যে' প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। পরে লেখালেখিকেই পুরো সময়ের পেশা হিসেবে নেন। উপন্যাস, ছোট গল্পের বাইরে নিমাইবাবু লিখেছেন 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ'র মতো বইও। বাংলায় 'জনপ্রিয় লেখক' বলতে যা বোঝায়, নিমাই ভট্টাচার্য ছিলেন আক্ষরিক অর্থেই তা-ই। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ১৫০-এরও বেশি। 'মেমসাহেব', 'এডিসি', 'রাজধানী এক্সপ্রেস', 'গোধূলিয়া'— একের পর এক উপন্যাস এক সময়ে বাঙালির অন্দরমহলকে মাতিয়ে রেখেছিল।

২০০৯ মাইকেল জ্যাকসন (১৯৫৮–২০০৯) এদিন মারা যান। জনপ্রিয় মার্কিন সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী। পপ সংগীতের রাজা। নিজের ৫১তম জন্মদিনের এক মাস আগে প্রয়াত হন মাইকেল। তাঁর মৃত্যু পপ দুনিয়ায় একটা যুগের অবসান বলেই মনে করেন বিশ্ব সংগীত মহলের একটা বড় অংশ।

১৯৮৪ মিশেল ফুকো (১৯২৬-১৯৮৪) এদিন প্রয়াত হল। ফরাসি ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক। স্পষ্টভাষী ও সমকামী ছিলেন। এইডস রোগে মারা যান। 'বর্জনের নীতিগুলি' (যেমন বুদ্ধিমান এবং উন্মাদদের মধ্যে পার্থক্য) যার দ্বারা একটি সমাজ নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে, সে-বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন। ফুকোর তত্ত্বগুলি প্রাথমিকভাবে ক্ষমতা এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ককে সম্বোধন করে এবং কীভাবে সেগুলি সামাজিক নিয়ন্ত্রণের একটি ফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তিনি তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, আশ্রয় কেন্দ্র, হাসপাতাল এবং কারাগারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সামাজিক মনোভাব জরিপ করে, কেউ ক্ষমতার বিকাশ এবং সর্বব্যাপিতা পরীক্ষা করতে পারে। তাঁর বই— যার মধ্যে রয়েছে 'ম্যাডনেস অ্যান্ড সিভিলাইজেশন', 'দি অর্ডার অফ থিংস', 'দি আর্কিওলজি অফ নলেজ', 'ডিসিপ্লিন অ্যান্ড পানিশ' এবং তিন খণ্ডে 'যৌনতার ইতিহাস' তাঁকে তাঁর সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম করে তোলে।

বিপর্যয়

তারাতলায় গোডাউন-বিপর্যয়ে মৃত্যুমিছিল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৪৩

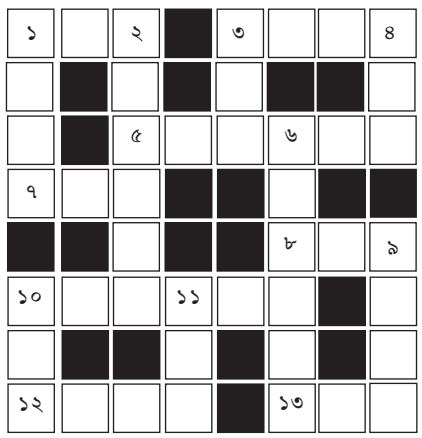

পাশাপাশি : ১. সূর্য ৩. অনেক দেখেশুনে যে জ্ঞান জন্মেছে ৫. প্রতিবেশী, পড়শি ৭. মিথ্যা প্রচার ৮. জ্ঞানদায়ক ১০. বাঁশের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতবর্ণ মিষ্টস্বাদ পদার্থবিশেষ ১২. কোনও সময়ে, দৈবাৎ ১৩. নং।

উপর-নিচ : ১. পার হওয়া বা অতিক্রম করা অতি কঠিন এমন ২. প্রত্যভিযোগ ৩. তুচ্ছ, বাজে ৪. তপস্বিনী ৬. কোনও বিষয়ে সীমা বা পরিমিতিবোধ নেই এমন ৯. দুর্দশা, দুরবস্থা ১০. সওদাগর ১১. ঢিলে করে বাঁধা খোঁপা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৪২ : পাশাপাশি : ১. প্রত্যবায় ৩. ভিটরে ৫. অন্ন ৬. মধুর ৮. রশি ১০. রুচির ১১. ক্ষমতা ১৩. কল ১৫. ওষধি ১৮. খোয়া ১৯. দুকূল ২০. গুণপনা। **উপর-নিচ :** ১. প্রভাকর ২. বালাম ৩. ভিন্ন ৪. রেন্ট ৫. অররু ৭. নরক ৯. শিক্ষণ ১২. তাওয়া ১৪. লম্বাপানা ১৬. ধিষণ ১৭. জাদু ১৮. খোল।

২৪ জুন কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৩৭৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৪৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৭৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৪.৯৫	৯২.৭১
ইউরো	১০৭.৫৩	১০৫.০২
পাউন্ড	১২৪.৮০	১২১.৯৩

নজরকাড়া ইনস্টা

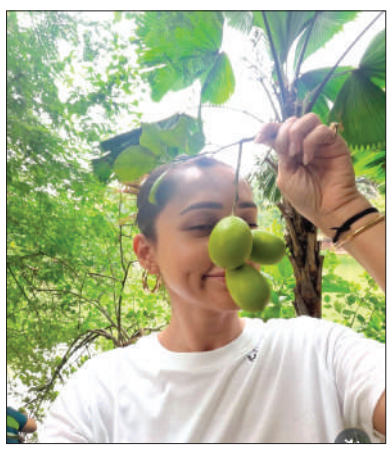

■ মিমি চক্রবর্তী

■ গার্গী রায়চৌধুরী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

25 June, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৫ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

২০২২ সালে হাওড়ার আমতায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করল এনআইএ। ধৃতদের নাম আসফার মিদ্দা ও এনতাজুল মিদ্দা

তারাতলায় গোডাউন বিপর্যয়ে মৃত্যু-মিছিল • উদ্ধারকাজের খণ্ডচিত্র

খাল সংস্কার ও জলাজমি ভরাট করা নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি

অন্নপূর্ণা যোজনা-আয়ুষ্মান ভারতে যোগ্য কারা, প্রশ্ন কুণালের

প্রতিবেদন : বুধবার বিধানসভায় রাজ্য বাজেট নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে একদিকে যেমন নতুন সরকারের একাধিক ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক কুণাল ঘোষ, তেমনই কয়েকটি বিষয়ে প্রশ্ন ও পরামর্শও তুলে ধরলেন তিনি। বুধবার বিধানসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কুণাল বলেন, নতুন সরকার সদ্য প্রথম বাজেট পেশ করেছে, তাই তাদের কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। বাজেটের বিভিন্ন অংশ, বিশেষ করে নতুন নিয়োগ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে তিনি সমর্থন জানান। বাজেটে দিঘির বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, স্বনির্ভর বাংলার পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব আয়ের উৎস এবং রাজস্ব বৃদ্ধির রূপরেখা আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলে ভালো হত। একই সঙ্গে তিনি বলেন, পূর্ববর্তী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের বহু জনমুখী প্রকল্প ও পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষ পেয়েছেন। একটি সরকারের সব কাজই খারাপ ছিল, এমন মন্তব্য করা যায় না। অন্নপূর্ণা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে কারা সুবিধা পাবেন, সেই 'উপযুক্ত' শব্দটির স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন তোলেন কুণাল। অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের পেনশন প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, শুধুমাত্র সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাংবাদিক নয়, সংবাদপত্র ও সংবাদমাধ্যমের ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকদেরও এই সুবিধার আওতায় আনা উচিত।

এছাড়াও রাজ্য পুলিশে মাতঙ্গিনী হাজরা ও রানি শিরোমণির নামে মহিলা ব্যাটালিয়ন গঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে কুণাল রানি শিরোমণির স্মৃতি সংরক্ষণ ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কর্ণগড়ের আরও উন্নয়নের দাবি জানান। তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন রানি শিরোমণি।

এদিন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য বাজেটে আরও কিছু বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি। পাশাপাশি উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের দাবি তোলেন। টাকি বয়েজ স্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা, কলকাতা হোমিওপ্যাথি মেডিক্যাল কলেজ ও আয়ুর্বেদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো উন্নয়ন, রামমোহন লাইব্রেরির আধুনিকীকরণ এবং লন্ডনের হ্যাম্পস্টেডে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাড়িকে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

এছাড়াও সার্কুলার ক্যানালের বৃহত্তর সংস্কার এবং ইএম বাইপাস সংলগ্ন কৃষিজমি ও জলাজমি ভরাটের অভিযোগে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবিও তোলেন কুণাল ঘোষ। বাজেটের সামগ্রিক মূল্যায়নে তিনি বলেন, বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ রয়েছে, তবে বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও আর্থিক উৎস আরও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

দোষীর সঙ্গে নির্দোষের নামও জুড়ে যাচ্ছে এফআইআরে

প্রতিবেদন : দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে যাচ্ছে! এলাকায় যদি ১০ জন সত্যিই দোষ করে থেকে স্থানীয় ইকুয়েশন ও অন্য ঘটনায় রাগের কারণে সঙ্গে আরও ৫ জনের নাম এফআইআর-এ ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ গ্রেফতার করে কোর্টে চালান করে দিচ্ছে তাদের। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ঘটনা ঘটছে। যা কাম্য নয় বলেই মন্তব্য করলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এর প্রতিবাদ করে বিধায়ক মদন মিত্রকে পাশে নিয়ে বুধবার বিধানসভায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, কেউ সত্যিই দোষী হলে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু দোষীদের সঙ্গে স্থানীয় ইকুয়েশন এর কারণে আরও কয়েকজনের নাম ঢুকিয়ে দিয়ে এফআইআর করা হচ্ছে। অকারণে নির্দোষ মানুষগুলোর হেনস্থা হচ্ছে। এটা বন্ধ করা দরকার। পুলিশকেও একটু স্বাধীনতা দেওয়া দরকার যাতে তারাও বিষয়ের গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা সুনিশ্চিত করা দরকার। নইলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতেই থাকবে।

জনরোষের ভয়ে তারাতলায় ঢুকতেই পারলেন না ফিরহাদ

প্রতিবেদন : তারাতলার ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে রওনা দিয়েছিলেন প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই পুলিশের বাধায় আটকে গেলেন তিনি। শেষমেশ ফিরেই যেতে হয় তাঁকে। কারণ? জনরোষের ভয়! একেই বেশ কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এই ঘটনায়। আহত বহু। উদ্ধারকাজ চলছে। এই আবহে ফিরহাদ সেখানে গেলে যে কোনওরকম অপ্রীতিকর অবস্থায় পড়তে হতে পারে। জনরোষের শিকার হতে পারতেন প্রাক্তন মেয়র। তাই পুলিশ তাঁর গাড়ি আটকায়। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ফিরে যান তিনি। উল্লেখ্য, নিজেদের পাপ ঢাকতে এখন শেল্টার নিশ্চিত করতে চাইছেন ঋতব্রতরা। সেই দলে নাম লিখিয়েছেন ফিরহাদও। কিন্তু এই বেইমানদের এমন অবস্থা যে তাঁরা জনমানসে বেরোতেও ভয় পাচ্ছেন।

দু'দফায় বন্ধ থাকবে চিংড়িহাটা উড়ালপুল

প্রতিবেদন : মেট্রোর অরেঞ্জ লাইনের গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণকাজের জন্য দুই দফায় সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে চিংড়িহাটা উড়ালপুল। আগামী ২৬ জুন রাত ৮টা থেকে ২৯ জুন সকাল ৮টা পর্যন্ত একটানা ৬০ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে। এরপর পুনরায় আগামী ৩ জুলাই রাত ৮টা থেকে ৬ জুলাই সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে উড়ালপুল। সেই সময় বিকল্প পথের ব্যবস্থা করেছে ট্রাফিক পুলিশ। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সমস্ত উত্তরমুখী যানবাহনকে বেলেঘাটা মেইন রোড এবং ইএম বাইপাসের সংযোগস্থল থেকে ব্রডওয়ের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। সল্টলেক, সেক্টর ফাইভ বা নিউটাউনগামী গাড়িগুলিকে উড়ালপুলের নীচের রাস্তা বা বাইপাসের সংলগ্ন সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে যেতে হবে।

মহরম : গুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করল লালবাজার

প্রতিবেদন : মহরমের মিছিল নিয়ে একগুচ্ছ নিষেধাজ্ঞা জারি করল কলকাতা পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক রাখতে, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কোনও শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শন করা যাবে না বলে লালবাজার জানিয়েছে। মঙ্গলবার শহরের সমস্ত থানাকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনওভাবেই নতুন শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

আগামী ২৬ জুন মহরম পালিত হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে থানাগুলির সঙ্গে বৈঠক করে লালবাজার। তারপরই এক নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ স্পষ্ট জানিয়েছে, মাইক ব্যবহার করা হলেও তা উচ্চ আদালতের নির্দেশিকা মেনে নির্দিষ্ট শব্দসীমার মধ্যে রাখতে হবে। কোনভাবেই ডিজে বাজানো যাবে না। অতিরিক্ত উঁচু তাজিয়া তৈরি না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কোনও ধরনের অস্ত্র প্রদর্শন করা যাবে না। কোনও উস্কানিমূলক বা সংবেদনশীল বার্তা প্রচারও করা যাবে না। পাশাপাশি শোভাযাত্রার রুট নিয়েও সতর্ক পুলিশ। যারা এত বছর ধরে মিছিল করছেন শুধু তাদেরই অনুমতি দেওয়া হবে। মহরম উপলক্ষে শুক্রবার রাজপথে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন থাকবে।

বিএ কমিটি অনৈতিক ও বেআইনি

প্রতিবেদন : বিধানসভার কার্যসূচি নির্ধারণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ বিজনেস অ্যাডভাইসরি (বিএ) কমিটির নতুন রূপ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। গত ১৯ জুন পুনর্গঠিত এই কমিটির সদস্য তালিকা প্রকাশের পর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিজেপির ষড়যন্ত্র। এই কমিটি নির্বাচন সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বেআইনি। পরিকল্পনা করেই বিজেপি এই কমিটিতে ঠাঁই দিয়েছে বিশ্বাসঘাতকদেরই। ফের বিধানসভার মতো গণতন্ত্রের পীঠস্থানে বিজেপির নোংরা রাজনীতি সামনে চলে এল। বিধানসভার অন্দরে বিএ কমিটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। অধিবেশনের সময়সূচি, আলোচ্য বিষয়, বিল উত্থাপন ও পাশের সময় নির্ধারণ, বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর আলোচনার সময় বণ্টন— সব ক্ষেত্রেই এই কমিটির সুপারিশ কার্যত চূড়ান্ত গুরুত্ব বহন করে। ফলে কমিটির গঠনকে শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়, রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেও দেখা হচ্ছে। নতুন কমিটিতে পূর্ণাঙ্গ সদস্য ও আমন্ত্রিত সদস্যদের তালিকা প্রকাশের পরই বিতর্ক চরমে ওঠে। বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্ষদে এই ধরনের রদবদল অগণতান্ত্রিক।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 June, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ

তারাতলায় গোডাউন ভেঙে অকালমৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। আহত ২৬। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে। রাজ্যে কোনও দুর্ঘটনা বা বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটলে অধিকাংশ রাজনীতিবিদ দুর্ঘটনার মধ্যে রাজনীতি খুঁজতে থাকেন। যদি একটি দুর্ঘটনাকে সামনে রেখে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় তার অবিরাম চেষ্টা। তারাতলার গোডাউনটি তৈরির ছাড়পত্র যদি জানুয়ারি মাসে হয়েই থাকে, তাহলে সেটি পুরসভা দিয়েছে বা পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর দিয়েছে। পুরসভার মেয়র ছিলেন ববি হাকিম। পুর দফতরও তাঁর দায়িত্বে ছিল। এখন সেই ববি হাকিম বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। বিজেপির তামাক খাচ্ছেন। প্রশ্ন হল, যদি ব্যবস্থা নিতেই হয় তাহলে প্রথমে ববি হাকিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী পারবেন তো এই সহজ কাজটি করতে? সরকারে নতুন এসেছে তাই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। যদি তাতে যথাযথ ফল পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হবে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি জাভেদ খানের ৯০টি বেআইনি সম্পত্তির বিরুদ্ধে একই দ্রুততা দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন? নাকি ধর্ষণে অভিযুক্ত বিধায়ককে তথাকথিত বিরোধী দলনেতা বানানোর পর ব্যবস্থা নিতে পারবেন? উদাহরণ আরও আছে, আরও দেওয়া যায়। রাজনীতি করতে চাইলে গোডাউন ভাঙা নিয়েও করা যায় আবার অন্য বিষয় নিয়েও করা যায়। তাই হাততালির লোভে দ্রুত পা না ফেলে একটু ভেবে-চিন্তেই পদক্ষেপ করা উচিত।

e-mail থেকে চিঠি

বিজেপির জবাব নেই

■ বাংলায় স্কুল পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে নিরামিষ খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ছোটবেলা থেকে এখানকার বাসিন্দাদের খাদ্যাভ্যাসে বদল আনার পথে বিজেপি। একদিন মৎস্য মুখ করিয়ে এখন বাঙালি সংস্কৃতির শ্রাদ্ধ শান্তি স্বস্ত্যয়ন করছে তারা। বারাণসী পুর এলাকার মধ্যেও মাংস ও মাছ বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে একটি প্রস্তাব পাশ করেছেন বিজেপির মেয়র। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই তা কার্যকর করা হবে। অথচ এর মধ্যেই গঙ্গায় ভাসমান এক নৌকায় মুরগির মাংস রান্না ও মদের আসর বসানোর অভিযোগ। ঘটনায় নাম জড়িয়েছে গেরুয়া শিবিরের এক কাউন্সিলারের। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটের ঘটনার ভিডিয়ো সামনে এসেছে। এর আগে রমজান মাসে বারাণসীর পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কাছে একটি নৌকায় কয়েকজন মুসলিম যুবক বিরিয়ানি ভোজের আয়োজন করেছিল। এই ঘটনায় হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হয়েছে। এমন দাবিতে স্থানীয় এক বিজেপি নেতা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এর ভিত্তিতে সমস্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আর এখন অগস্ত্যকুন্ডা এলাকার বিজেপি কাউন্সিলর সত্যনারায়ণ সাহানি ওরফে তান্নার নৌকায় মাংস রান্নার পাশাপাশি মদের আসরও বসেছিল। তান্না বর্তমানে বিজেপির শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মণ্ডলের সহ-সভাপতি। এখন পুলিশকে দিয়ে বলানো হচ্ছে, ভিডিয়োটি সম্ভবত পুরানো। ওই ভিডিয়োতে যে পাঁচজনকে দেখা গিয়েছে তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। নৌকাটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি কাউন্সিলরকে ভিডিয়োতে দেখা যায়নি। আর নৌকাটিও সম্ভবত তাঁর বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের। বোঝা যাচ্ছে, ওরা নিজেরা মাছ মাংস খেয়ে মোচ্ছব মস্তি করলে অসুবিধা নেই। যত অসুবিধা আমাদের ছেলেমেয়েদের বেলায়।

—কার্তিক সাহা, বেলঘরিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মিশেল ফুকোর ভাবনা স্পষ্ট বিজেপির কর্মে

● সমাজের সর্বস্তরে উত্তর আধুনিক কায়দায় নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা কায়েম করতে উদ্যোগী বিজেপি।

মিশেল ফুকোর জন্মদিনে সেই কথাটা স্পষ্ট করতে চাই আমরা।

লেখায় **অনির্বাণ সাহা**

সমাজে ক্ষমতার উৎস কী অথবা কীভাবে এই ক্ষমতা কাজ করে তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন তাত্ত্বিকেরা মত দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করেছে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রকে। ম্যাকিয়াভেলি তার 'দ্য প্রিন্স' বইয়ে সরকারের ইচ্ছানুযায়ী সর্বোচ্চ শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতাকে ন্যায্যতা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে থমাস হবস তার 'Leviathan' বইয়ে মানুষের খারাপ দিকগুলো ঠেকানোর জন্য একজন রাজার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন।

ইতিহাসে বেশিরভাগ সময়েই তাত্ত্বিকরা ক্ষমতার সাথে রাষ্ট্রের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। কেউ কেউ ক্ষমতাকে সামাজিক কাঠামোর একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, এই চিন্তাধারায় ক্ষমতা হচ্ছে এমন বস্তু যা কেউ নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে এবং তা ব্যবহার করতে পারে। ষাটের দশক পর্যন্ত ক্ষমতা সম্পর্কীয় তত্ত্ব দু'ভাগে বিভক্ত ছিল: একটি হল জনগণের ওপর সরকার বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা, অন্যটি হল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মার্কসীয় চিন্তাধারা। যা-ই হোক, এই তত্ত্বগুলো ছিল মূলত সামষ্টিক পর্যায়ের কিন্তু ফরাসি চিন্তাবিদ মিশেল ফুকো ক্ষমতাকে একটু ভিন্নভাবে দেখেছেন। তিনি জ্ঞানের মধ্যে ক্ষমতা খোঁজার কথা বলেছেন। অবশ্য ক্ষমতা সম্পর্কে এ ধরনের কথা নতুন নয়। কার্ল মার্ক্স ক্ষমতা এবং জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক টেনে একে অভিহিত করেছেন আদর্শ হিসেবে। ম্যাক্স ওয়েবারও 'সমাজে আমলাতান্ত্রিকতা যত বাড়বে, জ্ঞানও তত ক্ষমতা হিসেবে ব্যবহৃত হবে' বলে মত দিয়েছেন।

ফুকো মার্ক্স এবং ওয়েবারকে ছাড়িয়ে আরও একধাপ এগিয়েছেন, তাঁর মতে ক্ষমতা গোপন এবং বিপজ্জনক, ক্ষমতাকে সত্য এবং ডিসকোর্সের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এবং শরীর ও মনে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে। তার মতে, ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্র বা পুঁজিপতিরা প্রয়োগ করে না, বরং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, 'সবকিছু থেকে ক্ষমতা আসে, এবং সবকিছুর ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়।' 'ক্ষমতা অস্ত্রের মতো, একে কেবল ধারণ করা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়'— এই মতের বিরোধিতাও করেছেন তিনি। তাঁর মতে, এটি ক্ষমতা নয়, বরং ক্ষমতা চর্চা করার সক্ষমতা। কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত তা ক্ষমতা হিসেবে গণ্য হবে না। অর্থাৎ, ক্ষমতা হচ্ছে এমন এক জিনিস যা কেউ ধারণ করতে পারে না, বরং ক্ষমতা হচ্ছে এমন কিছু যার সাহায্যে ভিন্ন ব্যক্তির ওপর কোনও কিছু করা হয়, এমন কিছু যা অন্যের কাজকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

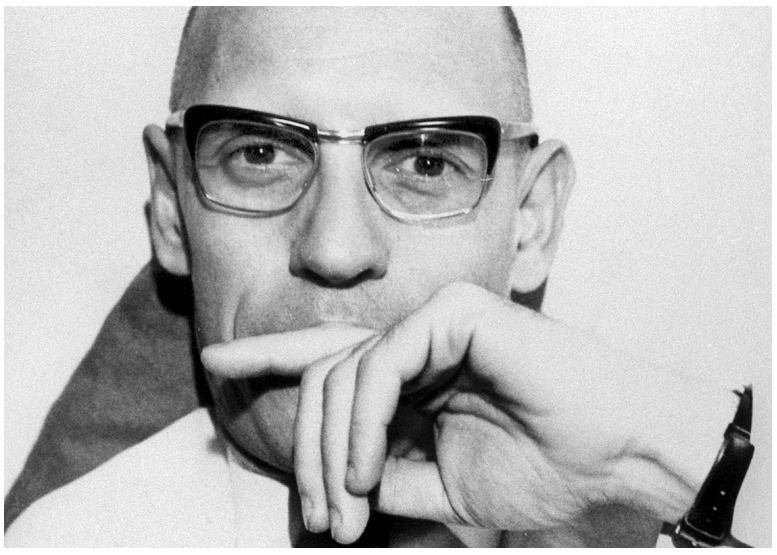

বিজেপির সৌজন্যে ফুকোর দার্শনিক চিন্তায় বিন্বিত ক্ষমতা চর্চার পদ্ধতি বা 'ক্ষমতার প্রযুক্তি' সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ যতটা না করা হয় হুকুম দিয়ে, তার চেয়ে বেশি করা হয় ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে কোনও কর্তৃপক্ষ জনগণের ওপর কোনও কাজ করার আদেশ দেয় না, অথবা ভিন্ন রকম আচরণ করতে বাধাও দেয় না, বরং সমাজের জটিল ক্ষমতার সম্পর্ক এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে যে, সমাজের সাধারণ নাগরিকেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে থাকে।

সমাজে থাকা নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ-মূল্যবোধ ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে এই নতুন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের বহিঃপ্রকাশ। ফুকো একে অভিহিত করেছেন 'ডিসকোর্স' নামে। ডিসকোর্সকে সহজ ভাষায় বলা যায়, কোনও বিষয় সম্পর্কে কীভাবে কথা বলা হবে তার ধরন।

ফুকো ডিসকোর্স সম্পর্কে বিভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, এর আরও গভীরে ঢুকেছেন। প্রথমত, ভাষার সঙ্গে চিন্তার বেশ বড় সম্পর্ক রয়েছে। আমরা সবসময় কোনও একটি ভাষায় চিন্তা করি, এই ভাষাই আমাদের চিন্তাকে ঠিক করে দেয়। আবার আমরা কী চিন্তা করি, সেই চিন্তাটি কীভাবে করি, তা আমাদের ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ, ডিসকোর্স আমাদের ভাষা এবং চিন্তা-ভাবনার পদ্ধতি ঠিক করে দেয়।

কোনও ডিসকোর্স গ্রহণ করে নেওয়া ব্যক্তি সেই ডিসকোর্সের মধ্যে থাকার ফলে সে ওই ডিসকোর্স অনুযায়ী পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ করে থাকে। কেউ কোনও ডিসকোর্সের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে, সে ঐ ডিসকোর্সের বাইরে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে না, ফলে সে ঐ ডিসকোর্সের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। যেমন ধরা যাক, বাবরি মসজিদের বিষয়ে মুসলমান ও হিন্দি বলয়ের হিন্দুত্ববাদী হিন্দুদের বিপরীত ডিসকোর্স। মুসলমানদের ডিসকোর্স অনুযায়ী, মুসলমানদের কাছ থেকে হিন্দি বলয়ের হিন্দুরা বাবরি মসজিদ 'দখল' করে নেয় এবং পরবর্তীতে সেখানে রামমন্দির 'প্রতিষ্ঠা' করে। আবার উল্টোদিকে হিন্দি বলয়ের হিন্দুত্ববাদীদের ডিসকোর্স অনুযায়ী, মুসলমানরা তাদের পবিত্র রাম জন্মভূমি 'দখল' করে রেখেছিল। তারা সেই জমি পুনরায় 'অধিকার' করে নিয়েছে। যখন কেউ কোনও ডিসকোর্স গ্রহণ করে, তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেই ডিসকোর্স অনুযায়ী নিজের অবস্থান ঠিক করে নেয় এবং চিন্তা-ভাবনা করে, অনুভব করে এবং ব্যবহার করে।

ফুকো দেখিয়েছেন যে, কোনও সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে কোনও কিছু চাপিয়ে না দিয়ে ডিসকোর্স ঢুকিয়ে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারতে সেটাই বিজেপি করেছে। এবং করছেও। বাংলাতেও বাঙালির মাছ-মাংস খাওয়ার অভ্যাসে বদল আনতে এ-জন্যই সুকৌশলে মিড ডে মিল ব্যবস্থায় ডিম বাদের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

মিশেল ফুকোর কথাগুলো বাস্তবে ফুটে উঠছে আমাদের চোখের সামনে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শুক্রবার মহরমের দিন ব্লু লাইন, ইয়েলো লাইন ও গ্রিন লাইনে কম মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত কর্তৃপক্ষের। ব্লু লাইনে ২৬০টি মেট্রোর বদলে চলবে ২১৬টি ট্রেন

স্বাধীনতা সংগ্রামে ছিলেন ব্রিটিশ পক্ষে, তাঁকেই স্মরণ স্কুলে স্কুলে!

শ্যামাপ্রসাদকে ‘বাংলার জনক’ বানানোর চেষ্টা বিজেপি সরকারের

প্রতিবেদন : ইতিহাস বিকৃতির আরেক নাম স্বৈরাচারী বিজেপি-আরএসএস! বিগত ১২ বছর ধরে দেশের মানুষকে স্বাধীনতার ‘আসল’ তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস ভুলিয়ে আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার ‘কলঙ্কিত’ হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পরাধীন ভারতের গ্লানি মোচনে সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বসু থেকে শুরু করে গান্ধী-নেহেরুর অবদান মুছে দিয়ে ব্রিটিশদের ‘তাঁবেদার’ হেডগেওয়ার, গোলওয়ালকর, সাভারকরদের নির্লজ্জ আনুগত্যকে হিন্দুত্ববাদী দেশপ্রেম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে মোদি-শাহের বিজেপি। আর এবার বাংলাভাগ ও স্বাধীনতা আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে ‘জাতির জনক’ বানানোর চেষ্টায় কোমর বেঁধে নেমেছে শুভেন্দু-সরকার।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ও মৃত্যুদিবস উদযাপনের জন্য রাজ্যের সব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্যামাপ্রসাদ পক্ষকাল পালনের ফতোয়া জারি করেছে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার। শুধু তাই নয়, শ্যামাপ্রসাদের জন্মদিবস পালনের নামে কলকাতায় তাঁর বিশাল মূর্তি স্থাপনেরও চেষ্টা চলছে জোরকদমে। কিন্তু কে এই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়? স্বাধীনতা আন্দোলনে কী ভূমিকা ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বকনিষ্ঠ উপাচার্যের? ক্ষমতায় আসার পর তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসকে বিকৃত করে কেন এই হিন্দুত্ববাদী নেতাকে মাথায় তুলতে চাইছে পদ্ম-সরকার? বিজেপি-আরএসএসের যৌথ প্রয়াসে শ্যামাপ্রসাদের জীবনের যে ‘কলঙ্কিত’ ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে, তা জানলে আজও মানুষ শিউরে উঠবেন।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মতে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নাকি একজন রাষ্ট্রনেতা, চিন্তাবিদ এবং দেশপ্রেমিক! বিজেপি-আরএসএস-এর বিচারে এই শ্যামাপ্রসাদ হলেন অন্যতম মহান হিন্দু জাতীয়তাবাদী! অথচ এই শ্যামাপ্রসাদই যে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের বিরোধিতা ও বয়কট করেছিলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘হিন্দুবিরোধী’ বলে অপমান করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাভারকরের পরামর্শে শুধুমাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতার জন্য ভারতীয় হিন্দুদের ব্রিটিশ সেনায় যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রিটিশ পতাকাকে অভিবাদন না জানানোয় দুই ছাত্রনেতাকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন— সেই ইতিহাস মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি-আরএসএস।

১৯২৯ সালে, কংগ্রেস ‘পূর্ণ স্বরাজ’-এর দাবিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের আইনসভা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে কংগ্রেসের সমস্ত সদস্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ ইস্তফা না দিয়ে সাভারকরের পরামর্শে যোগ দেন হিন্দু মহাসভায়! তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হিন্দু মহাসভার অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে হিন্দু যুবসমাজকে ব্রিটিশ আর্মিতে যোগ দেওয়ার কথা বলেন। আবার, ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের অধিবেশনে যে ফজলুল হক পাকিস্তান-প্রস্তাবের উত্থাপন করেছিলেন, তাঁরই নেতৃত্বে ’৪১ সালে বাংলার জোট সরকারে উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ছিলেন ‘হিন্দুত্ববাদী’ শ্যামাপ্রসাদ!

১৯৪২ সালে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দলনে যখন লক্ষ লক্ষ ছাত্র-যুবক-সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে গোটা দেশ উত্তাল, নেতাজি নিজে আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি বেতার ভাষণে ভারতবাসীকে এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছিলেন, সেইসময় গোলওয়ালকরের নেতৃত্বাধীন আরএসএস এবং সাভারকরের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা এই আন্দোলনকে বয়কট করে। আর তখন শ্যামাপ্রসাদ কী করছিলেন? ইতিহাস বলে, ১৯৪২ সালের ২৬ জুলাই বাংলার তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নরকে একটি চিঠি লিখে কীভাবে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন দমন করা যায়, তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনকে ‘অর্থহীন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ’ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি!

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে উপাচার্য হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ ছাত্রদের হুকুম দেন, ব্রিটিশদের পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক-কে অভিবাদন করতে হবে! জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা তা মানতে না চাইলে দুই ছাত্রনেতাকে সর্বসমক্ষে বেত্রাঘাত করার এবং ছাত্রদের ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেন। তাতেও চিঁড়ে না ভিজলে তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন শ্যামাপ্রসাদ! পরে যদিও ছাত্র আন্দোলনের চাপে সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হয়। শুধু কি তাই? নিজের ডায়েরি ‘লিভস ফ্রম এ ডায়েরি’-তে শ্যামাপ্রসাদ নেতাজি বসুকে ‘দেশদ্রোহী’ ও ‘হিন্দুবিরোধী’ তকমা দিতেও বাকি রাখেননি। এমনকী, ব্রিটিশদের তৈরি হোলওয়েল মনুমেন্ট ভাঙার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে নেতাজি যখন গ্রেফতার হন, শ্যামাপ্রসাদ সেই ঘটনাকে ‘শুভ লক্ষণ’ বলে ব্যাখ্যা করেন। আর এই শ্যামাপ্রসাদই এখন বিজেপি-আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার আদর্শ! এই শ্যামাপ্রসাদের দেশভক্তি, জাতীয়তাবাদই এখন মোদি-শাহ আর শুভেন্দু অধিকারীদের নমস্য প্রভুজি! এখন বাংলার মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে, বাংলার আদর্শ কে হবেন? নেতাজি-ক্ষুদিরাম-মাস্টারদা? নাকি ব্রিটিশদের পদধূলিতে ধন্য শ্যামাপ্রসাদ?

বুকে বিঁধল রড অটোতে মৃত্যু আইনজীবীর

প্রতিবেদন : ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বারাসত আদালতের আইনজীবী উত্তম দস্তিদারের (৪৯)। ব্যারাকপুর বারাসত রোড ধরে যাওয়ার সময় নীলগঞ্জের কাছে আচমকাই অটোটি লোহার রড বোঝাই একটি ভ্যানে ধাক্কা মেরে রাস্তার ধারে একটি গাছে লেগে থমকে যায়। ঠিক সেই সময় একটি লোহার রড অটোর ভিতর দিয়ে উত্তম দস্তিদারের বুকে বিঁধে যায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। কিন্তু পথেই মৃত্যু হয় ওই আইনজীবীর। চোখের সামনে এমন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেখে আতঙ্কিত হয়ে আছেন তাঁর সহযাত্রীরাও। এদিকে বাকি দুজন সহযাত্রীও গুরুতর আহত। তাঁদের চিকিৎসা চলছে স্থানীয় হাসপাতালে। কীভাবে এই দুর্ঘটনা হল পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে।

লরির চাকায় পিষ্ট বালক

ঘটনার পর অগ্নিদগ্ধ লরি।

হুগলি, সংবাদদাতা: সাইকেল নিয়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু দশ বছরের বালকের। বুধবার চণ্ডীতলার পাঁচঘরায় ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের এই দুর্ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। লরিটি দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় হঠাৎই গাড়ির সামনে চলে আসে ওই বালক। এরপরেই টাল সামলাতে না পেরে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে যায় ওই বালক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই বালকের। এর পরেই এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। পাশের একটি সিমেন্ট কারখানার লরি ছিল সেটি। ক্ষোভের থেকে স্থানীয়রা ওই সিমেন্টের কারখানার একটি গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয়। সার্ভিস রোডে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ট্রাকে চলে ভাঙচুর। পুলিশ পৌঁছালে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এলাকাবাসী। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ চলতে থাকে। পুলিশ লাঠি চালিয়ে উত্তেজিত জনতাকে হঠিয়ে দেয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মিড-ডে মিলের দায়িত্ব কেন বেসরকারি ধর্মীয় সংস্থাকে? এবার শিক্ষাতেও কি গৈরিকীকরণ?

প্রতিবেদন : স্কুলছুট কমাতে ও পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টি জোগাতে মিড-ডে মিল চালু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু বিজেপির সরকার আসতেই আপস পুষ্টিতে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে কোনো বেসরকারি ধর্মীয় সংস্থাকে দেওয়া হবে? পূর্বতন সরকার সমস্ত রকম পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া সত্ত্বেও কেন শিশুদের খাবারের থালা তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবাবেগের বেসরকারি সংগঠনের হাতে? তবে বুঝতে অসুবিধে নেই এর

নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষার গৈরিকীকরণ এবং কর্পোরেটদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত।

স্কুল স্তরে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংস্থাকে দেওয়ার অর্থ পেছনের দরজা দিয়ে শিশুদের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা। এদিন রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানান, শুধুমাত্র ডিমেই পুষ্টি রয়েছে, এমন ধারণা ঠিক নয়। এই কথা যে কতটা অবৈজ্ঞানিক তা একযোগে স্বীকার করবেন পুষ্টিবিদেরাও। আসলে এটা ধর্মীয় নিয়মের দোহাই দিয়ে ডিম বা পুষ্টিকর আমিষ খাবার বন্ধের প্রথম পদক্ষেপ। বাড়ন্ত বয়সের শিশুদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন থেকে বঞ্চিত করার ছক। সর্বোপরি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট কোনও ধর্মীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। শিক্ষা এবং শিশুর পুষ্টি কোনো রাজনীতির আখড়া হতে পারে না। কিন্তু বিজেপি সেই পথেই হাঁটছে।

পাহাড়ে ধসের আশঙ্কা

প্রতিবেদন : ভ্যাপসা গরম কাটিয়ে অবশেষে বৃষ্টির দেখা মিলেছে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরে বৃষ্টি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। পাহাড়ের একাধিক জেলায় লাল সর্তকতা পর্যন্ত জারি করা হয়েছে। বুধবারেও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘলা ছিল। আজ সারাদিনই কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলিতে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর্দ্রতার পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি থাকায় বৃষ্টি থামলেই প্যাচপ্যাচে গুমোট গরম এবং ঘর্মাক্ত অস্বস্তি বজায় থাকবে শহরবাসীর।উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রামে ভারী থেকে অতি-ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। একইসঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট চলবে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ওড়িশা উপকূলবর্তী অঞ্চলের মৎস্যজীবীদের জন্য সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং এবং কালিম্পং-এ প্রবল বৃষ্টির ফলে ধসের আশঙ্কা রয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে মুষলধারে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি এবং নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

টিউশন পড়তে যাওয়ার পথে বালি বোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রের। বসিরহাটের মাটিয়া থানার রাজাপুরের ঘটনা। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালি বোঝাই ভারী লরির সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু বালকের

দিন-দুপুরে কুপিয়ে খুন মগরাহাটে

প্রতিবেদন : সরকার বদল হতেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি। দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে কুপিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। দোকানের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট এলাকায়। নিহতের নাম আশাব্রত সর্দার। এই ঘটনায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার দুপুরে মগরাহাটের হরিশংকরপুর এলাকার ভরত ঘোষের মোড়ে প্রতিদিনের মতো নিজের নির্মাণ সামগ্রীর দোকানে কাজকর্ম দেখাশোনা করছিলেন আশাব্রত সর্দার। অভিযোগ, আচমকাই মেঘনাদ সর্দার নামে এক ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র নিয়ে আশাব্রত বাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে অভিযুক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্ত এতটাই আক্রমণাত্মক ছিল যে কেউ প্রথমদিকে এগিয়ে এসে বাধা দেওয়ার সাহস পাননি। আশেপাশের দোকানদার ও স্থানীয় মানুষ চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসেন ও রক্তাক্ত অবস্থায় দোকানের ভিতরে লুটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় আশাব্রতকে। পুলিশ ও স্থানীয় সহযোগিতায় আশাব্রতকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মগরাহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তাঁর মৃত্যু হয়।

দেউচা-পাঁচামি খনির ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশ জমিদাতা, চাকরি-প্রাপকেরা

প্রতিবেদন : গত সোমবার নয়া বিজেপি সরকারের রাজ্য বাজেট পেশের পর থেকেই বীরভূমের প্রস্তাবিত দেউচা-পাঁচামি কয়লাখনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যাকে সামনে রেখে রাজ্যে শিল্পায়নে জমি অধিগ্রহণ নীতির নয়া মডেল আমদানি করেছিল পূর্বতন তৃণমূল সরকার সেই প্রকল্প নিয়ে তাঁর বাজেটে একটা কথাও বলেননি নতুন অর্থমন্ত্রী। ফলে হতাশায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার একর জমিতে গড়ে উঠতে চলা এই মেগাপ্রকল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষজন। বিশেষ করে জমিহারারা। প্রসঙ্গত, দেউচা-পাঁচামি শুধুমাত্র মেগা কয়লাখনি প্রকল্প ছিল না। এই প্রকল্পকে সামনে রেখে জমি অধিগ্রহণ নীতির আমূল বদল এনেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেইমতো ৩ হাজার ৪০০ একর জমি চিহ্নিত করে অধিগ্রহণ শুরু হয়েছিল। প্রায় ৪০০ একর জমি কেনাও হয়। গত বছর মথুরাপাহাড়ি ও চাঁন্দার মাঝে ব্যাসল্ট বা কালো পাথর তোলার জন্য ১২ একর জমিতে খননকাজ শুরু হয়। সেই এলাকা এখন কার্যত শুনশান।

সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় পড়েছেন জমিদাতারা। ইতিমধ্যে ২ হাজারেরও বেশি মানুষকে চাকরি ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। জমিদাতা সেখ মিনাজউদ্দীনের বক্তব্য, এলাকার প্রায় ৩ হাজার জমিদাতা এখনও ধন্দে। জেলা প্রশাসন বলেছিল, বাজেটের জন্য অপেক্ষা করতে। কিন্তু বাজেটে কোনও আশার আলো দেখলাম না।

আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না জমির বিনিময়ে চাকরি প্রাপকরাও। দেউচা-পাঁচামি বাস্তবায়িত না হলে তাঁদের চাকরি থাকবে কিনা, তা নিয়ে ধন্দে সকলেই।

বিয়ের ৪ মাস আগে ঝলসে মৃত যুগল

সংবাদদাতা, হাওড়া: নভেম্বরে ছিল বিয়ে। তার আগেই একইসঙ্গে ঝলসে মৃত্যু হল হবু দম্পত্তির। বাড়িতে ফিরল তরুণীর নিথর দেহ। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার জগৎবল্লভপুরে। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হল হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের তরুণী অনামিকা সামন্তর(২৭)। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা এলাকা। লক্ষ্ণৌতে অলিগঞ্জের একটি স্টুডিওতে গত সাড়ে তিন বছর ধরে কাজ করতেন অনামিকা। গত সোমবার তাঁর কর্মস্থলের বিল্ডিংয়ে আগুন লেগে যায়। ই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাড়িটিতে। ওই আবাসনে কার্যত ছিল না কোনও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা। যোগী-রাজ্যে এই ধরনের বহুতল আবাসনে যথাযথ অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা ছাড়াই কী করে এইরকম স্টুডিও বা পেট-শপের মতো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি চলত তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওই স্টুডিওতে কাজ করতেন অনামিকার হবু স্বামী নীলেশ কুমার (২৮)। তাঁর সঙ্গে নভেম্বরে বিয়ে ঠিক হয়েছিল অনামিকার। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিল দুই পরিবার। কিন্তু আগুনে পুড়ে অনামিকা ও তাঁর হবু স্বামী নীলেশ দু'জনেরই মৃত্যু হয়। সোমবার সন্ধ্যাতেই খবর আসে অনামিকার বাড়িতে। জগৎবল্লভপুরে পৈতৃক বাড়ি হলেও অনামিকারা সপরিবারে থাকতেন নিউ আলিপুরে। মৃতার কাকা বিদ্যুৎ সামন্ত বলেন, ভাইঝির পুরো দেহটাই আগুনে ঝলসে গিয়েছিল। চেনাই মুশকিল হচ্ছিল। শেষে মুখের কিছুটা অংশ দেখে ভাইঝিকে শনাক্ত করে দাদা-বৌদি। বিশ্বনাথ ও সুলেখার এক ছেলেও রয়েছে। তবে অনামিকাই বড়। গত সপ্তাহে চূড়ান্ত কথাবার্তা সারতে সেই রাজ্যে মেয়ের হবু শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন অনামিকার বাবা-মা ও কাকা।

গোডাউন ভেঙে তারাতলায় হত ৫

(প্রথম পাতার পর) খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ, দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। উদ্ধারকাজে নামানো সেনাবাহিনীকেও। আর্থ মুভার, গ্যাসকাটার নিয়ে এসে লোহার বিম কেটে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকাজ। ধ্বংসাবশেষের নিচে চাপা থাকা অবস্থায় অনেকেই বাঁচানোর জন্য চিৎকার করছেন। সেই আর্তচিৎকারের সূত্র ধরেই শ্রমিকদের খোঁজ চালানো হচ্ছে। আকাশে ড্রোন উড়িয়ে চলছে উদ্ধারকাজের নজরদারি। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও। এদিন রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মোট ২২ জনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যার মধ্যে ২ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। আইসিইউতে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। এখনও পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে ৫ জন শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছেন।

এদিন দুপুরেই ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্যের অন্য মন্ত্রীরা। সন্ধ্যায় হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়নি। কীভাবে এই গোডাউনের কংক্রিটের ছাদ নির্মীয়মাণ অবস্থায় এভাবে ধসে পড়ল, তার তদন্ত ও পূর্ণাঙ্গ অডিটের নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর নির্দেশের পরই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে লালবাজার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দুই লেবার সাপ্লায়ার মহম্মদ আতাউল ও সুভাষ চৌধুরী এবং সুপারভাইজার সৈয়দ মহম্মদ গুলজার। পাশাপাশি মূল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আরও ঘোষণা, কলকাতা পুর-এলাকায় নির্মীয়মাণ সমস্ত বাণিজ্যিক প্রকল্পগুলির কাজ ৩১ জুলাই পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই সময়ের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ অডিট হবে। পিডব্লিউডি, সিভিল ডিফেন্স, দমকল, কলকাতা পুলিশ এবং কলকাতা পুরসভার প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ দল তৈরি করে সাইট প্ল্যান, বিল্ডিং প্ল্যান ও ঘটনাস্থল— এই তিন স্তরে পর্যালোচনা করা হবে। চিফ সেক্রেটারির গাইডেন্সে সেই টিম কাজ করবে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালে কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পোর্ট ট্রাস্টের তরফে বেহেরা ব্রাদার্স নামক একটি কোম্পানিকে ওই জমি ৩০ বছরের জন্য লিজে দেওয়া হয়েছিল। ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ওই বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সেই নকশা অনুমোদনেই গলদ থাকতে পারে।

শ্বেতপত্র প্রকাশ করুক রাজ্য

(প্রথম পাতার পর) সরকারের বঞ্চনার খাতা খুলে যাবে, তা বুঝতে পেরেই বিরোধীরা হইচই শুরু করে। কুণাল তখন আরও স্পষ্টভাবে বলেন, ভয় কীসের? বঞ্চনা ছিল কত টাকার, তা মানুষের জানা দরকার। সেই কারণেই তো জানতে চাইছি। অসুবিধার কী আছে! ২০২১-২০২৬ সাল পর্যন্ত রাজ্য সরকারের প্রাপ্য আর পাওয়া অর্থের একটা শ্বেতপত্র অর্থমন্ত্রী দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কুণাল আরও বলেন, কেন্দ্রের একাধিক রিপোর্ট বিগত কয়েক বছরে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পে বাংলা কখনও প্রথম হয়েছে, কখনও দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা সামনের দিকে ছিল সবসময়। অথচ তর্কের সময় বলা হয় কোনও কাজ হয়নি! সেই বিতর্কের সমাধান করতেই এই শ্বেতপত্রের প্রয়োজন।

পাশাপাশি কুণাল বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে প্রায় শতাধিক প্রকল্প হয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছে প্রকল্পগুলি। অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, এই প্রকল্পগুলিতে কত অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা বিধানসভাকে জানানো হোক। পাশাপাশি মন্ত্রীকে আবেদন, প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা যেন কমে না যায়।

স্মার্ট মিটার

(প্রথম পাতার পর) সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন বা অ্যাবেকা। নকল স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হয়। দেউলিয়া বাজারে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর আন্দোলনকারীরা নকল স্মার্ট মিটার জড়ো করে তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। এর ফলে জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। তৈরি হয় তীব্র যানজট। শুধু এটুকুতেই থেমে থাকেনি আন্দোলন। জেলার বিদ্যুৎ দফতরের প্রধান কার্যালয় 'বিজলী ভবন', জেলার প্রবেশদ্বার মেচেদা পাঁচমাথা মোড়, কাঁথির পোস্ট অফিস মোড় এবং এগরার দিঘা মোড় ছাড়া একাধিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম সংযোগস্থলে বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা স্মার্ট মিটার পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। আন্দোলনকারীরা বিভিন্ন বিদ্যুৎ দফতরের কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। ডিভিশনাল ম্যানেজার, স্টেশন ম্যানেজারদের ঘেরাও করে এই কর্মসূচি চলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর মজিলপুর ইউনিটের উদ্যোগে জয়নগর থানা মোড় থেকে মজিলপুর হাটপাড়ায় অবস্থিত ইলেকট্রিক অফিস পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল হয়। স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন দেন অ্যাবেকার সদস্যরা। একইসঙ্গে বহড়ু ও দক্ষিণ বারাসত বিদ্যুৎ দফতরেও এদিন ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে যাওয়ার পরেই রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্তরে সরকারি দফতর ও কর্মীদের বাড়িতে মিটার লাগানোর নির্দেশিকা জারি করে। এমনকী এই নির্দেশিকা মানতে বাধ্য করার জন্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনকে সাহায্য করার নির্দেশ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে অ্যাবেকা সাফ জানিয়েছে, ২০০৩ সালের বিদ্যুৎ আইনের কোথাও স্মার্ট মিটার বাধ্যতামূলকভাবে বসানোর কথা বলা নেই। যে আরডিএসএস স্কিমের দোহাই দিয়ে এই মিটার বসানো হচ্ছে, সেখানেও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। এটি একটি প্রকল্প মাত্র। ফলে স্মার্ট মিটার নেওয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। এই কথাই বিরোধী দলনেতা হিসেবে বলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হয়েই তিনি ভোল বদলে ফেললেন! প্রশ্ন উঠেছে, কার স্বার্থে তিনি এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিলেন? তবে কি আদানির সংস্থাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতেই এই সিদ্ধান্ত? ঘুরিয়ে কি বেসরকারীকরণেরই চেষ্টা চলছে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে।

সংগঠনের পক্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নেতা নারায়ণচন্দ্র নায়ক বলেন, রাজ্য নজিরবিহীন নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, সরকারি কর্মচারী, সরকারি ভাতা প্রাপক, অর্থাৎ স্কুল-কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, মিড-ডে মিল কর্মী এবং সাফাই কর্মী— সবার বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে স্মার্ট মিটার বসাতে হবে। প্রাথমিকভাবে রাজ্য জুড়ে ২ কোটি স্মার্ট মিটার লাগাতে জেলা শাসকদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই হুলিয়া জারির বিরুদ্ধেই আমাদের এই আন্দোলন। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, স্মার্ট প্রিপেইড মিটার লাগানোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। দুই, ইতিমধ্যে লাগানো সমস্ত স্মার্ট মিটার অবিলম্বে খুলে নিতে হবে। তিন, ক্ষুদ্রশিল্পে 'মিনিমাম চার্জ' প্রথা প্রত্যাহার করতে হবে। চার, গৃহস্থালির ক্ষেত্রে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত এবং কৃষিকাজে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে হবে। একইসঙ্গে সংগঠন হুঁশিয়ারি দিয়েছে, সরকার এই জনবিরোধী সিদ্ধান্ত থেকে অবিলম্বে সরে না এলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে 'স্মার্ট মিটার প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে তোলা হবে। রাস্তায় নেমে লাগাতার আন্দোলন চলবে। উল্লেখ্য, ভোটের আগে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু ভোট মিটতেই প্রতিশ্রুতি আউট, ভাঁওতা ইন। উল্টে স্মার্ট মিটার লাগিয়ে সাধারণ গ্রাহকদের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছে এই জনবিরোধী সরকার।

পুনর্বিবেচনার আর্জি

(প্রথম পাতার পর) পড়ুয়াদের পাতে পুষ্টি জোগাতে মিড ডে মিল চালু করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। কিন্তু বিজেপির সরকার আসতেই আপস পুষ্টিতে। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইসকনকে। এখানেই প্রশ্ন উঠছে কোন বেসরকারি ধর্মীয় সংস্থাকে দেওয়া হবে? পূর্বতন সরকার সমস্ত রকম পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া সত্ত্বেও কেন শিশুদের খাবারের থালা তুলে দেওয়া হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় ভাবাবেগের বেসরকারি সংগঠনের হাতে? তবে বুঝতে অসুবিধে নেই এর নেপথ্যে রয়েছে শিক্ষার গৈরিকীকরণ এবং কর্পোরেটদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার এক গভীর চক্রান্ত। স্কুল স্তরে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সংস্থাকে দেওয়ার অর্থ পেছনের দরজা দিয়ে শিশুদের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মালদহের সামসি ফাঁড়ির পুলিশ প্রায় ২৯ হাজার ৫০০ টাকার জাল নোট-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। কোথায় টাকাগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? ধৃতকে জেরা করছে পুলিশ

আমার বাংলা

25 June, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৫ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

সাপের ছোবলে মৃত্যু

সময়মতো হল না চিকিৎসা। সাপের কামড়ে প্রাণ হারাল আট বছরের বালক। বুধবার ধূপগুড়ির কালিরহাটের ঘটনা। জানা গিয়েছে, এদিন বাবা-মা কাজের প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে ছিলেন। দুপুরে একাই খেয়ে কুয়োর পাড়ে থালা ধুতে গিয়েছিল শিশুটি। সেই সময় আচমকাই একটি বিষধর সাপ তাকে ছোবল মারে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে ছুটে যায় পাশের বাড়িতে থাকা কাকার কাছে। পরিবারের অভিযোগ, নিয়ে আসার অনেক পরে শুরু হয় চিকিৎসা। তার ফলেই মৃত্যু।

বাইপাসে দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বাণেশ্বর মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কন্টেনার গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে বাইকটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে।ধাক্কার জেরে বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়লে কন্টেনারের পিছনের চাকার নিচে পিষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনার পর কন্টেনারটি দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।

লক্ষাধিক টাকা উধাও

ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম অঞ্চলের নিত্যানন্দপুরে এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কেন্দ্রের মালিক সত্যজিৎ লালার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপের অভিযোগ তুলে বুধবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বহু গ্রাহক। অভিযোগ, পরিষেবা কেন্দ্রের মালিক গ্রাহকদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে গোপনে টাকা তুলে নিয়েছেন।

রক্ষা পেল হরিণের পাল

রেললাইন পার হতে গিয়ে কোনওক্রমে রক্ষা পেল হরিণের পাল। ডুয়ার্সের নাগরাকাটা-চালসার ঘটনা। বুধবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিট নাগাদ আপ শিলিগুড়ি-বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস যাওয়ার সময় ৬৭/৬-৮ নম্বর পিলারের কাছে রেললাইনের মাঝে এক পাল হরিণকে হেঁটে যেতে দেখেন লোকো পাইলট। চালক জরুরি ব্রেক কষে ট্রেনের গতি কমিয়ে দেন। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে হর্ন বাজাতে থাকলে হরিণের দলটি লাইন ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে চলে যায়।

রাস্তার দু'ধারে আবর্জনার স্তূপ, বাড়ছে মশার প্রকোপ, নজর নেই প্রশাসনের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : পরিচ্ছন্নতার বুলি আওড়ানো বিজেপি প্রশাসন কোথায়? রাস্তার দু'ধারে স্তূপাকারে জমে রয়েছে আবর্জনা। বর্ষার বৃষ্টিতে এখান থেকেই জন্মাচ্ছে মশা, বাড়ছে ডেঙ্গির আতঙ্ক। কিন্তু দেখা নেই পুরসভার কর্মীদের। হেলদোল নেই প্রশাসনের। এমনই অবস্থা উত্তরদিনাজপুরের ইসলামপুর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর এলাকার। এদিকে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এলাকায় ঘুরে ঘুরে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার কথা বলছেন, কাজ দেখাতে ছুটে যাচ্ছেন মাছের বাজারে। কিন্তু আসল কাজ হচ্ছে কি? সেই উত্তর মিলছে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকা এসব এলাকা থেকেই। বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরসভার উদাসীনতার কারণেই আজ তাঁদের এলাকা একপ্রকার নরককুণ্ডে পরিণত হতে চলেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত তৃণমূল সরকারের উদ্যোগে এলাকায় একটি জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বর্তমানে সেই পানীয় জল প্রকল্পটি কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর সেই সুযোগেই এই পরিত্যক্ত

এভাবেই দিনের পর দিন পড়ে রয়েছে আবর্জনা।

প্রকল্প এলাকাকে একপ্রকার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত করার মরিয়া চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ। ঘটনার সূত্রপাত জল প্রকল্পের কাজের সময় থেকেই। প্রকল্পের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প বসানোর উদ্দেশ্যে যখন বোরিং করা হয়, তখন সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ মাটি তোলা হয়েছিল। মাটি তুলে নেওয়ার পর বোরিংয়ের ফলে তৈরি হওয়া গভীর ও বিপজ্জনক গর্তগুলি দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা না দিয়ে খোলা অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল। সেই বিপজ্জনক গর্তগুলি ভরাট করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও, তা ঘিরেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নিয়ম মেনে মাটি দিয়ে বা কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গর্তগুলি ভরাট না করে, সেখানে শহর ও এলাকার বিভিন্ন ধরনের নোংরা আবর্জনা এনে ফেলা হচ্ছে। আবর্জনার স্তূপ থেকে নির্গত তীব্র দুর্গন্ধে ইতিমধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন শান্তিনগর দক্ষিণপাড়া এলাকার মানুষ। এলাকায় মশা-মাছির উপদ্রব বাড়ার পাশাপাশি ছড়াচ্ছে মারাত্মক রোগব্যাধির আশঙ্কা। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এলাকার সচেতন নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশ। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, লোকালয়ের মাঝে এভাবে আবর্জনা ফেলে ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে এই নোংরা ফেলা বন্ধ করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গর্ত ভরাট এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। অন্যথায় আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

বাজেটে ব্রাত্য এনইউএইচএম কর্মীরা, দাবিপূরণে আন্দোলন

শিলিগুড়ি : ভাতা বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে ডেপুটেশন জমা দিলেন ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন (এনইউএইচএম)-এর অন্তর্ভুক্ত কর্মীরা। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে জমা দেওয়া এই দাবিপত্র মূলত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। কর্মীদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক রাজ্য বাজেটে আশা কর্মী-সহ বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণা করা হলেও এনইউএসচএম অধীনে কর্মরতদের জন্য কোনও আর্থিক সুবিধা ঘোষণা করা হয়নি। এর ফলে তাঁরা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করছেন। আন্দোলনরত কর্মীদের দাবি, শুধুমাত্র আশা কর্মীরাই স্বাস্থ্য পরিষেবার সমস্ত কাজ করেন— এমন ধারণা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাঁদের বক্তব্য, গর্ভবতী মহিলাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা, ওষুধ বিতরণ, ল্যাব সংক্রান্ত কাজ, চিকিৎসা পরিষেবা পরিচালনা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন এনইউএইচএম-এর কর্মীরাও। অথচ

দাবি না মানলে বড় আন্দোলনের ডাক।

তাঁদের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। এদিনের আন্দোলনে কমিউনিটি হেলথ কর্মী, জেএনএম কর্মী, চিকিৎসক, ফামাসিস্ট-সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা অংশ নেন। রাজ্যজুড়েই একই দাবিতে পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। শিলিগুড়িতে এনইউএইচএম-এর মোট ১০টি ইউনিট রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন কর্মী এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা।

শিলিগুড়ি-মিরিক বেইলি ব্রিজ তৈরিতে দেরি কেন? ক্ষোভ

প্রতিবেদন : একটানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তর। দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতু ভেঙে শিলিগুড়ি-মিরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সমস্যায় স্থানীয়রা, আটকে রয়েছেন বহু পর্যটক। এতদিন বসে থাকার পর অবেশেষে টনক নড়েছে প্রশাসনের।

এখন তৈরি হচ্ছে বেইলি ব্রিজ সেনাবাহিনী ওই ব্রিজ তৈরি শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠেছে এখানেই। গতবার উত্তরের এমনই বিপর্যয়ের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সাতদিনের মধ্যে তৈরি হয়েছিল দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতু। ট্রায়াল রান সফল হওয়ার পর শুরু হয়ে গিয়েছিল গাড়ি চলাচলও, কিন্তু এখন সাতদিন পর চাপে পড়ে সবে বেইলি ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। কবে শেষ হবে এই ব্রিজ তৈরির কাজ? কবে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি? এই প্রশ্নই তুলছেন স্থানীয়রা। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার রাতের অতিভারী বৃষ্টিতে বালাসন নদীতে জলস্ফীতি ঘটে। জলের তোড়ে ভেসে যায় দুধিয়া আর হিউম পাইপের সেতু। এর ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শিলিগুড়ি মিরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। সেই যোগাযোগই স্বাভাবিক করতে মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ। প্রসঙ্গত, দুধিয়া সেতুর হিউমপাইপগুলো জলের স্রোতে এক থেকে দেড়শো মিটার দূরে ভেসে গিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থায়ী সেতুটির দূরত্ব প্রায় ৩০ কিলোমিটার। দুধিয়ার ওই সেতু মিরিক উপত্যকার সঙ্গে শিলিগুড়ির যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। সেতুটি ভেঙে পড়ায় সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে এবং যাত্রীদের বিকল্প পথের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

নথিবিহীন বাইক নিয়ে নিয়ম শেখাতে গিয়ে বিপাকে হোমগার্ড

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : হেলমেট না পরায় সাধারণ মানুষকে জরিমানা করার পরদিন সকালেই নথিপত্রহীন বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন খোদ হোমগার্ড! আর তাতেই ঘটল বিপত্তি। জনতার প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত নিজের বাইকেরই জরিমানা গুনতে হল ওই পুলিশ কর্মীকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গতকাল জলপাইগুড়ির বেলাকোবা এলাকায় এক যুবকের হেলমেট না থাকায় তাঁকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করেছিলেন ওই হোমগার্ড। কিন্তু আজ সকালে সেই হোমগার্ডকেই বাইক নিয়ে ওই একই এলাকা দিয়ে যেতে দেখেন স্থানীয়রা। সন্দেহ হওয়ায় তৎপর হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ। সরকারি অ্যাপে ওই

সেই হোমগার্ড জনগণের প্রশ্নের মুখে।

বাইকের নম্বর দিয়ে সার্চ করতেই বেরিয়ে আসে আসল তথ্য। দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট বাইকের ট্যাক্স এবং ইন্স্যুরেন্স— অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। স্থানীয়রা পথ আটকে শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দ্রুত খবর দেওয়া হয় বেলাকোবা ফাঁড়িতে। শেষপর্যন্ত জনতার চাপের মুখে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয় পুলিশ। বাধ্য হয়েই ওই হোমগার্ডের নিজের বাইকের চালান কাটে পুলিশ প্রশাসন। রাস্তার রক্ষক যখন স্বয়ং আইন ভাঙেন, তখন সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যে কতটা তীব্র হতে পারে, আজ বেলাকোবার এই ঘটনাই তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

আমার বাংলা
25 June, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি পার্টি অফিসে ডেকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানার হুমকি

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী ব্লক তৃণমূল নেতা

বর্ধমান

সংবাদদাতা, বর্ধমান : মানসিক চাপ ও আতঙ্কে পরিবারকে বাঁচাতে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বর্ধমান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক তৃণমূল নেতা স্বরূপ রানা। অভিযোগের তির উঠেছে এলাকার বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, বিজেপির পার্টি অফিসে ডেকে তাঁকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে বলা হয়। শেষ পর্যন্ত ২৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে ৭ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয় তাঁকে। না দিতে পারলে বাড়ি ভাঙচুর, বাড়িতে হামলা ও পরিবার-সহ গ্রাম থেকে উৎখাতের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিজেপির বিরুদ্ধে। আর এই মানসিক চাপ ও আতঙ্কে পরিবারকে বাঁচাতেই শেষ পর্যন্ত বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন বর্ধমান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক তৃণমূল নেতা স্বরূপ রানা। মৃতের ভাই শ্যামল রানা জানান, বেশ কয়েকদিন ধরে স্থানীয় কয়েকজন বিজেপি কর্মী তাঁর দাদা স্বরূপ রানাকে হুমকি দিচ্ছিলেন। এমনকী বাড়িতে চড়াও হয়ে গালিগালাজ, প্রাণনাশ ও ঘরছাড়া করার হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে গত সোমবার স্থানীয় বিজেপিকর্মীরা তাঁকে বিজেপি অফিসে ডেকে নিয়ে গিয়ে হুমকি দেয় এবং ৫০ লক্ষ টাকা দাবি করে। শেষমেশ অনেক অনুরোধে আগামী ৭ দিনের মধ্যেই ২৩ লক্ষ টাকা দেবেন, এই মর্মে মুচলেকা লিখিয়ে নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পরই মঙ্গলবার সকালে মানসিক চাপ ও আতঙ্কে পরিবারের সদস্যদের কথা ভেবে তাঁদের বাঁচাতেই স্বরূপ রানা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত বর্ধমান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বুধবার স্বরূপ রানার মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত, এলাকায় অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছেলে বলে পরিচিত স্বরূপ রানা ২০১৩-২০১৮ সালে বর্ধমান ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ এবং ২০১৮-২০২৩ সালে মৎস্য কর্মাধ্যক্ষের পদে ছিলেন। বর্তমানে তিনি ছিলেন বর্ধমান ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সদস্য। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকার মানুষ ও মৃতের পরিবার শোকে ভেঙে পড়েছেন। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে এলাকায়। পাশাপাশি ক্ষমতায় এসেই এমন অমানবিক কাজের জন্যে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষজন। দাবি উঠেছে উপযুক্ত শাস্তির।

মৃত তৃণমূল নেতা স্বরূপ রানা।

ভিনরাজ্যের আইডি ব্যবহার করে আধার কার্ড বানিয়ে ধৃত

সংবাদদাতা, সামশেরগঞ্জ : ভিনরাজ্যের আইডি ব্যবহার করে অবৈধভাবে আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে সামশেরগঞ্জের পূর্ব দেবীদাসপুর থেকে গ্রেফতার হল সামিম আক্তার (৩০)। মঙ্গলবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। দীর্ঘদিন ধরে ভিনরাজ্যের বিভিন্ন পরিচয়পত্র ব্যবহার করে বেআইনিভাবে আধার কার্ড তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল ধৃত বলে অভিযোগ। নির্দিষ্ট তথ্য পেয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযানের সময় ধৃতের বাড়ি থেকে একটি ল্যাপটপ, একাধিক পরিচয়পত্র ও নথিপত্র-সহ আধার সংক্রান্ত কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

লরির চাকায় পিষ্ট প্রাক্তন বায়ুসেনা কর্মী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর: লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে বুধবার দুপুরে অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসেনা কর্মী অজয়কুমার মণ্ডলের (৬৫) মর্মান্তিক মৃত্যু হল ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের কাঁকসা মোড় এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পানাগড়ের দিক থেকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড ধরে স্কুটিতে কাঁকসা আন্ডারপাসের দিকে যাচ্ছিলেন অজয়বাবু। সেই সময় একটি দ্রুতগতির লরির সঙ্গে তাঁর স্কুটির সংঘর্ষ হয়। রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে তিনি লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ এবং কাঁকসা ট্রাফিক গার্ডকর্মীরা। স্থানীয়দের সহযোগিতায় উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।

পলাশি দিবস পালন

প্রতিবেদন : সেদিন ছিল ২৩ জুন। সালটা ১৭৫৭। নদিয়ার পলাশি আমবাগানে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজিত হন। এই দিনটি পলাশি দিবস হিসেবে পালিত হয়। ধুবুলিয়ার অগ্রণী বাচিক চর্চা কেন্দ্র কথাশিল্প সেদিনের যুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পলাশি মনুমেন্টে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মঙ্গলবার। সিরাজউদ্দৌলা ও শহিদস্তম্ভে মাল্যদান, প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয় সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী পীতম ভট্টাচার্যের উদ্যোগে।

চার বছরের শিশুকন্যাকে যৌননিগ্রহ অবস্থান-বিক্ষোভে রণক্ষেত্র এলাকা

সংবাদদাতা, মহিষাদল : রাতের অন্ধকারে ৪ বছরের শিশুকন্যাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যৌননিগ্রহ করায় মঙ্গলবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল। বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভের পাশাপাশি অভিযুক্ত-সহ বেশ কিছু দোকানে আগুন লাগিয়ে জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসী। পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নামতে হয় জেলা পুলিশ সুপারকে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশ। ছুরির আঘাতে জখম দুই পুলিশকর্মী ও এক সিভিক ভলেন্টিয়ার চিকিৎসাধীন। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। বুধবার তাকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত শেখ মফিজুলের (৪৫) এলাকায় সাইকেল সারাইয়ের দোকান রয়েছে। ওই দোকান থেকে কিছুটা দূরে ওই শিশুকন্যার বাবার একটি খাবারের দোকান রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে দোকান বন্ধ করার আগে নাবালিকাকে ডেকে নিয়ে যায় তার বাড়িতে। সেখানেই শিশুটিকে যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে মেয়েটি বাবা-মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে ঘটনার কথা জানতে পারেন তার মা-বাবা। সঙ্গে সঙ্গে বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় নিগৃহীতকে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসী চড়াও হন অভিযুক্তের উপর। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মহিষাদল থানার পুলিশ। গ্রেফতার করতে গেলে অভিযুক্ত ও তার পরিবারের হাতে আক্রান্ত হন দুই পুলিশ কর্মী ও এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে মফিজুলকে গ্রেফতার করে।

অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সরল কেন্দ্রীয় বাহিনী, ৩ মাস পর খুলল স্কুল, শুরু পরীক্ষা

প্রতিবেদন : প্রায় তিন মাস ধরে স্কুল রুম ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে। ফলে বন্ধ ছিল পঠনপাঠন। নির্ধারিত সময়ে নেওয়া যায়নি প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষাও। অবশেষে কেন্দ্রীয় বাহিনী সরতেই মঙ্গলবার থেকে ফের পড়াশোনা ও পরীক্ষা শুরু হল নানুর টিকেএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্কুল খোলায় স্বস্তি ফিরেছে ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে। প্রসঙ্গত, এপ্রিলের শুরুতে রাজ্যে বিধানসভা ভোটকে ঘিরে এই স্কুলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর শিবির হয়। তারপর থেকেই স্কুলের ক্লাস বন্ধ ছিল। গ্রীষ্মাবকাশের পর অধিকাংশ স্কুলে পঠনপাঠন স্বাভাবিক হলেও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারেনি। ছেদ পড়ে নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতে। স্কুল সূত্রে খবর, সোমবার স্কুল খালি করে দিয়ে ফিরে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। এরপর দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়ে গেল প্রথম সেমেস্টারের পরীক্ষা। তবে সব শ্রেণিকক্ষ পুরোপুরি প্রস্তুত না হওয়ায় আশপাশের স্কুলের অনুষ্ঠান মঞ্চেও পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় বলে জানা গিয়েছে। এদিন স্কুলে ফিরে উচ্ছ্বাস ধরা পড়ে ছাত্রীদের মুখে। তাদের কথায়, অনেকদিন বাদে স্কুলে এসে ভাল লাগছে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। আবার পড়াশোনা শুরু হওয়ায় খুশি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শেলী রায় বলেন, ছাত্রীরা আবার স্কুলে ফিরতে পেরেছে, সেটাই বড় বিষয়। কিছুদিন আগে স্কুল খালি হলে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যেত। দ্রুত স্বাভাবিক ছন্দে ফেরা চলছে।

সেনাবাহিনীর 'অগ্নিবীর' রাহুলের জন্য গর্বিত জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত গ্রাম

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করেই স্বপ্নপূরণের নজির গড়লেন রাহুল মাহাত। ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অগ্নিবীর' হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কঠোর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর প্রথমবার সেনার পোশাকে বাড়ি ফিরতেই আনন্দে ভাসল গোটা গ্রাম। গোপীবল্লভপুরের ২ নম্বর ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার অন্তর্গত খাড়বান্দী অঞ্চলের একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম লাদনগেড়িয়া। অভাবকে হার মানিয়ে সেই গ্রামেরই ছেলে রাহুল আজ 'অগ্নিবীর'। ফলে গর্বিত ঝাড়গ্রামের প্রত্যন্ত গ্রাম। অভাব আর দারিদ্রকে নিত্যসঙ্গী করেই সেনাবাহিনীতে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে সে। হাড়ভাঙা খাটুনির কঠিন প্রশিক্ষণ পর্ব শেষে প্রথমবার সেনার বেশে নিজের ভিটেয় ফিরতেই আবেগের বাঁধ ভাঙল গোটা গ্রামে। গর্বে আর আনন্দে চোখের জলে ভাসলেন বাবা সঞ্জয় মাহাত এবং মা অনুপমা মাহাত। দেশের পাহারাদার হয়ে ফেরা ঘরের ছেলেকে কাছে পেয়ে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে পরম আদরে বরণ করে নিলেন মা-বাবা। সাফল্যের এই যাত্রাপথটা অবশ্য রাহুলের জন্য একেবারেই মসৃণ ছিল না। পরিবারের আর্থিক অবস্থা রীতিমতো করুণ। বাবা ও মা দুজনে মিলে একটি ছোট্ট হোটেল চালান। পরিবারে বাবা, মা, ভাই ছাড়াও রয়েছেন দাদু, ঠাকুমা, কাকু ও কাকিমা। দিনভর হাড়ভাঙা খাটুনির পর হোটেলের যৎসামান্য আয়েই কোনওরকমে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে তাঁদের। তবে অভাবের অন্ধকারের মাঝেই ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার অদম্য জেদ ছিল বাবা-মায়ের। খাড়বান্দী হাইস্কুল থেকে পড়াশোনার গণ্ডি পার করে রাহুলও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, স্বপ্ন আর পরিশ্রমে দারিদ্র জয় করে সাফল্য মেলে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সোমবার মাত্র দু'মিনিটের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েছিল দিল্লি থেকে অমৃতসরমুখী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান। পাক আকাশসীমা ভারতের জন্য বন্ধ হলেও অমৃতসরে নামতে না পেরে গো-অ্যারাউন্ড করতে বাধ্য হয়েছিল বিমানটি

দিল্লি দরবার

বিরামহীন ভারী বর্ষণ অরুণাচলে

বিধ্বংসী হড়পা-ধসে হারিয়ে গেল অজস্র গ্রাম, নিখোঁজ ৩

ইটানগর: বিরামহীন বৃষ্টির হাত ধরে ভয়াবহ রূপ নিল হড়পা বান। অরুণাচল প্রদেশে মুহূর্তের মধ্যে প্লাবিত হয়ে গেল বিস্তীর্ণ এলাকা। জলের নীচে হারিয়ে গেল একের পর এক গ্রাম এবং জনবসতি। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধসও। যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যান চলাচল বন্ধ। এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ হয়েছেন ৩ জন। ইয়াজালি সার্কলের আওতায় পুসার কাছে নিপকো প্রজেক্ট কলোনিতে হড়পা বানের ফলে ৩ জনকে পাওয়া যাচ্ছে না। ভারী বৃষ্টিতে বেশ কিছু বাড়ির দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। নিচু জায়গায় থাকা বসতি এলাকাগুলি জেলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। ফলে বহু মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। বিরামহীন বৃষ্টি আগের রাত থেকেই। বুধবার সকালেই রুদ্ররূপ নেয় প্রকৃতি। কেয়ি প্যানইওর জেলায় নিচু এলাকায় আছড়ে পড়ে হড়পা বান। জলের নীচে হারিয়ে গিয়েছে অন্তত ২০টি বসতি এলাকা। বিপদ বুঝে অনেকেই সব ছেড়েছুড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে যান। তবে আটকে পড়েন অসংখ্য মানুষ। উদ্ধারের কাজে নেমে পড়েন বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের প্রশিক্ষিত বাহিনী। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসাবে নর্থ ইস্টার্ন ইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন ইতিমধ্যে রঙ্গানদী বাঁধ থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছে। আপাতত এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। এই ব্যাপক বৃষ্টিতে জেলার রাস্তাগুলি দিয়ে যাতায়াত বিঘ্নিত হয়েছে। এই অঞ্চলে তিনটি জাতীয় সড়ক রয়েছে পোতিন ও হজের কাছে, ধসের কারণে সেগুলি বন্ধ।

রাতের যাত্রীদের নিরাপত্তা কোথায়?

মুম্বইয়ের চলন্ত ট্রেনে তুমুল বচসা যুবককে কুপিয়ে খুন করল সহযাত্রী

মুম্বই: রেলে যাত্রীসুরক্ষা যে একাবারে তলানিতে, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। একের পর এক দুর্ঘটনাতেই তা প্রমাণিত। কিন্তু চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে কতটা উদাসীন রেল কর্তৃপক্ষ, তার জ্বলন্ত প্রমাণ মিলল আবার। প্রশ্ন উঠেছে রেলপুলিশ আর রেলরক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে। সামান্য বচসার পরিণতিতে চলন্ত ট্রেনে খুন হয়ে গেলেন ২২ বছরের এক যুবক। ধারাল অস্ত্র দিয়ে ওই যুবককে খুন করল তাঁরই এক সহযাত্রী। মর্মান্তিক এই ঘটনার সাক্ষী হল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। মঙ্গলবার বৃষ্টিভেজা রাতে, চার্চগেট-নালাসোপারা ফাস্ট লোকালে। ট্রেনটি আন্ধেরি স্টেশন ছাড়া মাত্রই ফার্স্ট ক্লাস বগিতে দরজা বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে ২২ বছরের ময়াঙ্ক লোহার সঙ্গে তুমুল তর্কাতর্কি বেধে যায় রোশন সুবর্ণা নামে এক যাত্রীর। তখন রাত ১১টা। বৃষ্টি পড়ছিল মুষলধারে। এক পক্ষ চাইছিলেন দরজা বন্ধ রাখতে, অন্যপক্ষের তীব্র আপত্তি তাতে। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে বেধে যায় বচসা। ক্রমশই তা বেরিয়ে যায় আয়ত্তের বাইরে। আচমকাই পকেট থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে ময়াঙ্ককে কোপাতে শুরু করে রোশন। রক্তাক্ত অবস্থায় চলন্ত ট্রেনেই লুটিয়ে পড়েন ময়াঙ্ক। ট্রেনটি বোরিভলি স্টেশনে পৌঁছানার আগে গতি একটু কমে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় আততায়ী রোশন। খবর পেয়ে ছুটে আসে রেলপুলিশ। কিন্তু স্টেশনের জরুরি চিকিৎসা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে ময়াঙ্ককে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আততায়ীর বিবরণ শুনে এবং সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে মুম্বইয়ের কুরলা থেকে গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্তকে।

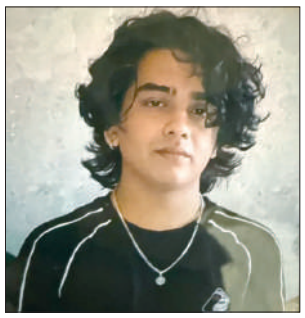

নিহত ময়াঙ্ক লোহার

অভিযুক্ত রোশন সুবর্ণা

এটা ঘটনা, রেলের অপদার্থতায় চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের নিরাপত্তা ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকছে। শুধুমাত্র চুরি-ছিনতাই কিংবা ডাকাতির মধ্যেই এখন আর সীমাবদ্ধ নেই রেলে অপরাধপ্রবণতা। চলন্ত ট্রেনে খুন-জখমের ঘটনাও বেড়ে চলেছে পাল্লা দিয়ে। বাদ যাচ্ছে না ধর্ষণ এবং শ্লীলতাহানির মতো ঘটনায়। একের পর এক ঘটনায় আতঙ্কিত যাত্রীরা।

আগেও কেতনকে খুনের চেষ্টা বাগদত্তার

নয়াদিল্লি: ১৮ জুনের ৪ দিন আগে ১৪ জুনও পুনের ব্যবসায়ী পুত্র কেতন বিশাল আগরওয়ালকে খুনের চেষ্টা করেছিল তার বাগদত্তা সিয়া গয়াল। ওইদিন কেতনকে জোর করে লোহাগড় দুর্গে নিয়ে যায় সিয়া। সেদিনও কেতনকে খাদের ধারে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে সে। কিন্তু সফল হয়নি। একটি ঝোপ আকড়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নেন কেতন। বিস্মিত হয়ে কেতন যখন জানতে চান, কেন ধাক্কা দেওয়া হল তাঁকে, তখন সাপের গল্প সাজায় সিয়া। পুলিশি জেরার মুখে একথা স্বীকার করেছে সে।

ডিম বাদ দিয়ে শিশুদের পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করছে বিজেপি

নয়াদিল্লি: কী অদ্ভুত ব্যাপার! রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের দিকে এরা ডিম ছুঁড়বে, অথচ শিশুদের পাতে ডিম দেবে না। পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত করবে শিশুদের। এটাই হল বিজেপি। বুধবার ঠিক এই ভাষাতেই বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর অভিযোগ, এভাবেই বাংলায় নিরামিষবাদ চাপিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। তাদের তীব্র কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে পোস্টও করেছেন ডেরেক। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, প্রচারের সময় মাছ খাওয়ার তামাশা করে বিজেপি এখন তাদের গুজরাত জিমখানা খুলে ফেলেছে। ডেরেকের সাফ কথা, নিরামিষবাদ চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টাকে খারিজ করে দিয়েছে বাংলা। মিড-ডে মিল থেকে ডিম বাদ দেওয়া আসলে শিশুদের পুষ্টি থেকে বঞ্চিত করার চক্রান্ত।

এবার মোদি সরকার দাম বাড়াল তিনটি জরুরি ভ্যাকসিনের

নয়াদিল্লি: জ্বালানির পর এবার বাড়ছে জরুরি তিনটি ভ্যাকসিনের দাম। বিসিজি, মিজলস-রুবেলা এবং মিজলস— এই তিনটি অপরিহার্য ভ্যাকসিনের সিলিং প্রাইস বাড়িয়ে দিল মোদি সরকার। মূল্যসীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি (এনপিপিএ)। যেসব শিশুর টিকাকরণ হয় সরকারি হাসপাতালে, এই দাম বৃদ্ধির ফলে তাদের কোনো সমস্যা না হলেও যাঁদের সন্তান বেসরকারি হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়েছে অথবা যাঁরা বেসরকারিভাবে সন্তানের টিকাকরণ করান, তাঁদের দুটি টিকার ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধির ফল ভুগতে হবে, এরমধ্যে একটি বিসিজি, অন্যটি মিজলস। ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের (ডিপিসিও) মাধ্যমে এর দাম নিয়ন্ত্রণ করা হয়। টিকার দাম সাধারণ ওষুধ বা ইনজেকশনের মতো ইচ্ছা হলেই বাড়ানো যায় না। অথচ এবার সেটাই করল মোদি সরকার। এক পাইকারি বিক্রেতার কথায়, আসলে আইনের ফাঁক রাখা হয়েছিল ২০১৩ সালে, ডিপিসিও তৈরির সময়ই। তখন বলা হয়েছিল, বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রিত ওষুধেরও দাম বাড়ানো যাবে। সমস্ত ওষুধের দামই আসলে ডি-কন্ট্রোলড। এতদিন বিসিজি ভ্যাকসিনের প্রতিটি ডোজের (.১ এমএল) মূল্য ৮ টাকা ২০ পয়সা থেকে বেড়ে নতুন দাম হয়েছে ৯ টাকা ৮৯ পয়সা। প্রতি ভাওয়েল এমআর ভ্যাকসিনের দাম ছিল ৭২ টাকা ৯০ পয়সা। নতুন সিলিং প্রাইস হল ৮৭ টাকা ৯৩ পয়সা। হাম বা মিজলস টিকার দাম ভাওয়েল পিছু ছিল ৫১ টাকা ৪০ পয়সা। নতুন দাম হয়েছে ৬২ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, পাইকারি মূল্যসূচক অনুযায়ী নতুন দাম ঠিক করা হয়েছে।

পাসপোর্ট নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়: বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি: পাসপোর্ট কিন্তু নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র নয়। স্পষ্ট জানিয়ে দিল বিদেশ মন্ত্রক। কেন্দ্রের কথায়, পাসপোর্ট শুধুমাত্র একটি ভ্রমণের নথি। নাগরিকরাই ভারতের পাসপোর্ট পান। ১৪তম পাসপোর্ট সেবা দিবসে বিদেশমন্ত্রকের এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে আর কী কী করতে হবে ভারতীয়দের! লক্ষণীয়, 'সারে'ও কিন্তু পাসপোর্টকে অন্যতম নথি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

২০ বিজেপি কাউন্সিলরের শপথ বাতিল

তিরুবনন্তপুরম: সাম্প্রতিক অতীতে এমন ঘটনা ঘটেছে কি? বোধহয় না। তিরুবনন্তপুরম পুরসভার ২০ জন নির্বাচিত বিজেপি কাউন্সিলরের শপথ বাতিল করে দিল কেরল হাইকোর্ট। স্পষ্ট নির্দেশ দিল, ৪ সপ্তাহের মধ্যে আবার নতুন করে শপথ নিতে হবে। কারণটা কী? পুর নির্বাচনে জয়ের পরে গত জানুয়ারি মাসে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ওই কাউন্সিলররা বিভিন্ন দেবদেবী, দলের প্রয়াত সদস্য ও রাজনৈতিক নেতার নামে শপথ নিয়েছিলেন। আদালতের বক্তব্য, কেরল পুরসভা আইনের পরিপন্থী এটি। সেই কারণেই এই শপথ সম্পূর্ণ অবৈধ। আদালতের এই রায়ে গভীর অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদির দল। ঠিক কী হয়েছিল ঘটনাটা? গত ২১ ডিসেম্বর তিরুবনন্তপুরম পুরসভার নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন ২০ জন বিজেপি প্রার্থী। কিন্তু তাঁদের শপথের ধারাটা ছিল একটু অন্যরকম। কেউ গুরুদেব, কেউ পদ্মনাভ স্বামী। কেউ আইয়াপ্পা, কেউ বা আবার দলের প্রয়াত নেতা-কর্মীদের নামে শপথ নিয়েছিলেন। এই বিষয়টিতেই তীব্র আপত্তি জানিয়ে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানান এলডিএফ কাউন্সিলর এসপি দীপক। বিচারপতি পিভি কুনহিকৃষ্ণন স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দেন, কেরালা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট, ১৯৯৪ অনুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ নিতে হয় ঈশ্বর বা সংবিধানের নামে। বিধিবদ্ধ 'ঈশ্বর' শব্দের বিকল্প হিসেবে কোনও নির্দিষ্ট দেবদেবী, রাজনৈতিক মতাদর্শ, সংগঠন বা কোনও ব্যক্তির নাম ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বে আইনি। আদালত মনে করে, মানুষের একটাই জাতি, একটাই ধর্ম, একটাই ঈশ্বর। তবে শপথ বাতিল করলেও, ওই ২০ কাউন্সিলরের নির্বাচন বাতিলের আবেদন মেনে নেয়নি আদালত।

কেরল

দেশ বিদেশ

25 June, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অস্ত্রভাণ্ডার থাকা কত জরুরি, এবার তা বোঝালেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেকশিয়ান। তিনি মনে করেন, ইরানের হাতে যদি ক্ষেপণাস্ত্র না থাকত তবে তাঁর দেশের অবস্থাও প্যালেস্টাইনের গাজার মতো হত। আমেরিকা এবং ইজরায়েল ইরানেরও গাজার মতো পরিণতি তৈরি করত

অনুদান তছরুপের মামলায় সিটের বিস্ফোরক রিপোর্ট: অভিযুক্তের তালিকায় চম্পত রাই-সহ ১৭

অযোধ্যার রামমন্দিরে বেনজির আর্থিক জালিয়াতি

নয়াদিল্লি: অযোধ্যার রামমন্দিরে বিপুল অনুদানের তহবিল তছরুপের মামলায় বিশেষ তদন্তকারী দল তাদের তদন্ত রিপোর্টে রামজন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাই, ট্রাস্টি ড. অনিল মিশ্র এবং নির্মাণ কাজের ইনচার্জ গোপাল রাওসহ ১৭ জনকে অভিযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এই ১৭ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হওয়া এখন প্রায় নিশ্চিত এবং তদন্তের স্বার্থে সিট আবারও অযোধ্যায় পৌঁছাতে পারে। এই চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মাঝেই মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রামমন্দির চত্বরের শেষাবতার মন্দির-চূড়ায় ধর্মীয় আচার মেনে পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ১১ জন সাধু এই পতাকা পূজার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন, যেখানে সাধুদের স্বাগত জানান ড. অনিল মিশ্র এবং গোপাল রাও। চম্পত রাইয়ের সমন্বয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রায় ৪,০০০ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক এবং কেশব প্রসাদ মৌর্যরও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু লখনউতে এক অগ্নিকাণ্ডে ১৫টি শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণে তাঁরা শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল করেন। গত মঙ্গলবার সিট তাদের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে জমা দিয়েছে। ২০ পৃষ্ঠার এই প্রাথমিক রিপোর্টে প্রায় ১৫০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের বিবরণ রয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, প্রতিবেদনে ট্রাস্ট পুনর্গঠন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং একজন সিনিয়র আমলাকে মন্দিরের সিইও হিসেবে নিয়োগ করার সুপারিশ করা হয়েছে। এছাড়া, গত পাঁচ বছরে মন্দিরে আসা সমস্ত দানের অডিট (হিসাব-পরীক্ষা) করার এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। রামমন্দির ট্রাস্টের শীর্ষকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার প্রতিবেদনটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠিয়েছে এবং সেখান থেকেই ট্রাস্টের কোন কোন সদস্যকে রাখা হবে বা সরানো হবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে খবর। তদন্তে জানা গেছে, দানবাক্সের চাবিগুলি রামশঙ্কর ওরফে তিন্নু নামের এক

ব্যক্তির কাছে থাকত। সিট এই ঘটনায় জড়িত প্রায় ১৫০ জন সেবাদার ও কর্মচারীকে চিহ্নিত করেছে। অভিযোগ উঠেছে, ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর থেকে এদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে এবং কেউ কেউ কোটিপতি বনে গেছেন। চম্পত রাইয়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ফুলকান্ত মিশ্রের সম্পত্তিও উল্লেখনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে; তাঁর জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তনের পাশাপাশি বর্তমানে তাঁর প্রায় ২৫ লাখ টাকা মূল্যের তিনটি বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে, যা এখন সিটের নজরে রয়েছে।

দুর্নীতির ঘটনার অনুসন্ধানে জানা গেছে, রামমন্দিরে এই অর্থ আত্মসাতের ঘটনা বছরের পর বছর ধরে চলছিল। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জড়িত থাকায় সেবাদাররা সব জেনেও চুপ ছিলেন। তবে গত দুই বছরে মন্দিরে চম্পত রাই-ঘনিষ্ঠ তিন্নুর প্রভাব বাড়তে থাকায় কর্মচারীদের একটি অংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা কৌশলে তথ্য সংগ্রহ করে তা সংবাদমাধ্যমের কাছে ফাঁস করে দিলে এই বিশাল চুরির ঘটনা শেষমেশ প্রকাশ্যে আসে। এই মামলায় লবকুশ, অবনীশ, অনুকল্প, করুণে এবং রামশঙ্কর ওরফে তিন্নু— এই পাঁচ অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এ-পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। চম্পত রাইয়ের ঘনিষ্ঠ তিন্নুর বাড়ি থেকে দানের সোনাও উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, এই চুরির পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। লক্ষণীয় বিষয় হল, ২০২০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর এই ট্রাস্ট গঠনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই একটি বেসরকারি অডিট সংস্থা এর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে 'অত্যন্ত অপেশাদার' হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল এবং দানের কোনও 'পদ্ধতিগত রেকর্ড' বা নথি নেই বলে সতর্ক করেছিল। ২০২০ সালের নভেম্বরে জমা দেওয়া সেই রিপোর্টে সংস্থাটি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্তরের লেনদেন, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং কর্মীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী বা এসওপি তৈরির পরামর্শ দিয়েছিল। তারা সাফ জানিয়েছিল যে, বর্তমান পরিকাঠামোয় তথ্য নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখা কঠিন হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ ছয় বছর কেটে গেলেও সেই পরামর্শ বাস্তবায়িত হয়নি, যার ফলে আজ এই বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ সামনে এল। এমনকী ট্রাস্টের ওয়েবসাইটেও কোনও এসওপি বা ইন্টারনাল অডিট রিপোর্টের উল্লেখ নেই। এই বিষয়ে চম্পত রাই বা ট্রাস্টের অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত এই ট্রাস্ট কেবল নগদ অর্থ হিসেবেই প্রায় ৩,৫০০ কোটি টাকা দান পেয়েছে, যার বাইরে বিপুল পরিমাণ সোনা-দানা ও গহনা তো রয়েছেই।

ম্যারাথন বৈঠকের পর ইউরেনিয়াম ও পারমাণবিক পরিদর্শন নিয়ে পরীক্ষার মুখে তেহরান-ওয়াশিংটন

লেক লুসার্ন, সুইজারল্যান্ড : সুইজারল্যান্ডের লেক লুসার্নে টানা ১৮ ঘণ্টার এক ম্যারাথন বৈঠকের পর মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার ও পাকিস্তান জানিয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান আগামী ৬০ দিনের মধ্যে একটি চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর ঐতিহাসিক রোডম্যাপে সম্মত হয়েছে। গত ১৭ জুন স্বাক্ষরিত ১৪-দফা সমঝোতা স্মারকের ওপর ভিত্তি করে এই আলোচনা শুরু হলেও রাজনৈতিক সমঝোতার চেয়ে আগামী দিনের টেকনিক্যাল বা কারিগরি আলোচনা অনেক বেশি কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ, উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের মজুত কমানো এবং আমেরিকার প্রায় ১,০০০ জন বিশেষজ্ঞকে ইরানের অত্যন্ত সংবেদনশীল পারমাণবিক কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার দেওয়ার মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলি নিয়ে তেহরান শেষপর্যন্ত কতটা রাজি হবে, তা নিয়েই এখন বড়সড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিয়েছে।

বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাসের এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহকারী কৌশলগত জলপথ হরমুজ প্রণালীকে সচল ও নিরাপদ রাখতে দুই দেশ একটি বিশেষ 'কমিউনিকেশন লাইন' তৈরি করতে সম্মত হয়েছে। ইরানের অলিখিত অবরোধের কারণে বিশ্বজুড়ে যে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছিল, তা কাটাতে এই প্রণালী থেকে মাইন অপসারণের যৌথ প্রক্রিয়া নিয়েও কথা চলছে। এর পাশাপাশি, লেবাননে ইসরায়েল এবং ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান লড়াই থামাতে একটি সমন্বয় সেল গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে শনিবারের যুদ্ধবিরতির পর দুদিন শান্ত থাকার পর মঙ্গলবারই দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলি সেনাদের গুলিতে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। লেবাননে পূর্ণ যুদ্ধবিরতিকে ইরান যেকোনও চুক্তির অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে দেখছে, ফলে সেখানে নতুন করে অশান্তি এই সামগ্রিক কূটনৈতিক প্রক্রিয়াকে বড়সড় ধাক্কা দিতে পারে।

এদিকে, ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ও শান্তি চুক্তি নিয়ে সুইজারল্যান্ডে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের মাঝেই এক নতুন কূটনৈতিক দ্বিমত ও বিভ্রান্তি তৈরি হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন যে, ইরান সুদূর ভবিষ্যতের জন্য তাদের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে আন্তর্জাতিক পরিদর্শনের অনুমতি দিতে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে সম্মত হয়েছে। কিন্তু ট্রাম্পের এই দাবি প্রকাশ্যে আসতেই তা তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে তেহরান। দুই দেশের এই বিপরীতমুখী অবস্থানের কারণে ৬০ দিনের কূটনৈতিক রোডম্যাপের শুরুতেই এক ধরনের টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। এই বিভ্রান্তির সূত্রপাত হয় মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং মধ্যস্থতাকারী দেশগুলির ইতিবাচক বক্তব্যের পর। ভ্যান্স সোমবার জানিয়েছিলেন যে, সুইজারল্যান্ডে প্রথম দফার আলোচনার পর ওয়াশিংটন ও তেহরান একটি সফল চূড়ান্ত চুক্তির জন্য খুব ভালো ভিত্তি তৈরি করেছে। তিনি দাবি করেন, গত বছর মার্কিন বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি রাষ্ট্রসংঘের পরিদর্শক সংস্থা আইএইএ-কে পরীক্ষা করতে দিতে রাজি হয়েছে ইরান। পাশাপাশি, ইরানের ফ্রিজ হওয়া বা আটকে থাকা আর্থিক সম্পদ মুক্ত করা হলে, তা দিয়ে তারা আমেরিকার উৎপাদিত খাদ্যশস্য কিনবে বলেও জানান ভ্যান্স। ইরান এই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করার পর ট্রাম্প মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ কড়া বার্তা দেন। তিনি লেখেন, তারা যদি এই শর্তে রাজি না হত, তবে আর কোনও আলোচনাই হত না। তিনি আরও যোগ করেন যে, ইরানের এই বড় ধরণের নমনীয়তা এবং অন্যান্য ছাড়ের ওপর ভিত্তি করেই তিনি হরমুজ প্রণালী উন্মুক্ত রাখতে এবং নতুন করে কোনও নৌ-অবরোধ না করতে সম্মত হয়েছেন। অন্যদিকে ঠিক এই সময়েই ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে দেখা করতে ইসলামাবাদে পৌঁছেছেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলার পর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই পেজেশকিয়ানের প্রথম পাকিস্তান সফর। সেখানে তাঁকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে স্বাগত জানান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলজারদারি ও প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তবে সফরের মাঝেই ট্রাম্পের মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পেজেশকিয়ান সতর্ক করে বলেন, আলোচনার সাফল্য নির্ভর করে চুক্তির শর্তগুলির প্রতি পূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং তার সঠিক বাস্তবায়নের ওপর। মূল খসড়ার বাইরে গিয়ে যেকোনও মন্তব্য বা বক্তব্য আলোচনাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে না। একই সুরে তেহরানে ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই স্পষ্ট জানিয়েছেন, মার্কিন হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পারমাণবিক কেন্দ্রগুলিতে আইএইএ-র পরিদর্শনের কোনও সূচি বা পরিকল্পনা এই মুহূর্তে নেই।

ঐতিহাসিক রোডম্যাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা। এখানে রয়েছে কুনুর নদী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিত্যক্ত গুসকরা এয়ারফিল্ড, প্রাচীন চোংদার রাজবাড়ি ও ঠাকুরদালান এবং পাত্রবাড়ির পিতর দুর্গা পুজো মণ্ডপ। ঘুরে আসতে পারেন

ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সহাবস্থান দেখা যায় ভোপালে। এখানে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। প্রাচীন গুহা, স্তূপ, হ্রদ, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

সাঁচী স্তূপ

ঘুরে আসুন ভোপাল

মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপাল। একাদশ শতাব্দীতে রাজা পরমারা রাজা ভোজ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুঘলেরা দখলে নেয়। স্থানীয় সর্দার গোণ্ডরা শাসন করত। দীর্ঘ সময় শাসন করেছিলেন চারজন বেগম। পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা আধিপত্য বিস্তার করলে ভোপাল একটি দেশীয় রাজ্যে পরিণত হয়।

শহরে এবং আশেপাশে আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান। অবশ্যই ঘুরে দেখতে হবে ভীমবেটকা গুহা। ভোপাল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে ভিয়াপুরা নামক গ্রামের কাছে অবস্থিত। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী এই স্থানটি ১০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সাতটি পাহাড় এবং ৭৫০টিরও বেশি শিলাশ্রয় নিয়ে গঠিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচীন ইতিহাসের এক অমূল্য ভাণ্ডার। এর অত্যাশ্চর্য শিলাচিত্রগুলি মেসোলিথিক, প্যালিওলিথিক এবং নিওলিথিক যুগের। কিংবদন্তি অনুসারে, মহাভারতের একটি পর্ব, পাণ্ডবদের বনবাসের সময় ভীমের বসার স্থান থেকে 'ভীমবেটকা' নামটি এসেছে।

উদয়গিরি গুহা

এখানকার সাঁচীর স্তূপ মৌর্য্য সম্রাট অশোক দ্বারা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় অব্দে নির্মিত। ভারতের পাথর নির্মিত প্রাচীনতম স্থাপত্য হিসেবে গণ্য। গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর অর্ধগোলকাকারে এই স্তূপ নির্মিত। স্তূপের উপরে একটি ছত্র এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে স্তূপের চারপাশে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। স্তূপের কাছে রয়েছে বেলেপাথর নির্মিত অশোকস্তম্ভ। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজনৈতিক উত্থানের সময় স্তূপটির অনেকাংশ নষ্ট হয়ে যায়। পুষ্যমিত্র শুঙ্গের পুত্র অগ্নিমিত্র স্তূপটির পুনর্নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে পাথর দিয়ে স্তূপটির আয়তন দ্বিগুণ করা হয়। স্তূপের উপরিভাগকে চ্যাপ্টা করে তিনটি ছত্র স্থাপন করা হয়। সাঁচীর স্তূপ-দর্শন ছাড়া ভোপাল ভ্রমণ অসম্পূর্ণ।

ভোপাল থেকে অল্প দূরত্বে মধ্যপ্রদেশের বিদিশার কাছে রয়েছে মনোমুগ্ধকর উদয়গিরি গুহা, যেখানে ইতিহাস ও পুরাণ একাকার হয়ে গেছে। অসাধারণ সূক্ষ্ম কারুকার্যে খোদাই করা এই গুহাগুলি বিষ্ণু, দুর্গা এবং শিবের কাহিনি বর্ণনা করে, যা প্রাচীন যুগের সারমর্মকে জাগিয়ে তোলে।

ভোপাল শহর জুড়ে মুঘল এবং পারস্যের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এখানে খিলান ও গম্বুজযুক্ত অসংখ্য পুরানো স্থাপত্য রয়েছে। ১৮৬০ সালে নির্মিত হয়েছে মতি মসজিদ বা পার্ল মসজিদ। কাঠামোর বেশিরভাগ অংশ এবং উঁচু মিনারগুলো লাল ইটের তৈরি। মূল কাঠামো এবং প্রার্থনা কক্ষটি মার্বেল পাথরের। সিকান্দার জিয়ান বেগম এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

গোলাপি রঙের সম্মুখভাগ-সহ তাজ-উল-মসজিদ দেখতে অনেকটাই নতুন দিল্লির জামা মসজিদের মতো। এর নির্মাণকাজ ১৮৭৭ সালে শাহজাহান বেগম শুরু করেছিলেন। তবে, তহবিলের অভাবে কাজ স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হয়। মসজিদটিতে সাদা মার্বেলের তিনটি বড় গম্বুজ এবং দুটি উঁচু মিনার রয়েছে।

ভোপালকে প্রায়শই 'হ্রদের শহর' বলা হয়। এর কারণ, শহর জুড়ে থাকা অসংখ্য জলাশয়। আপার হ্রদ হল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শহরটি এই হ্রদটি কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভোজ তাল বা বড়া তালাব নামে পরিচিত হ্রদটির নামকরণ করা হয়েছে পরমারা রাজা ভোজের নামে। এটাই ভারতের বৃহত্তম মনুষ্যসৃষ্ট হ্রদ।

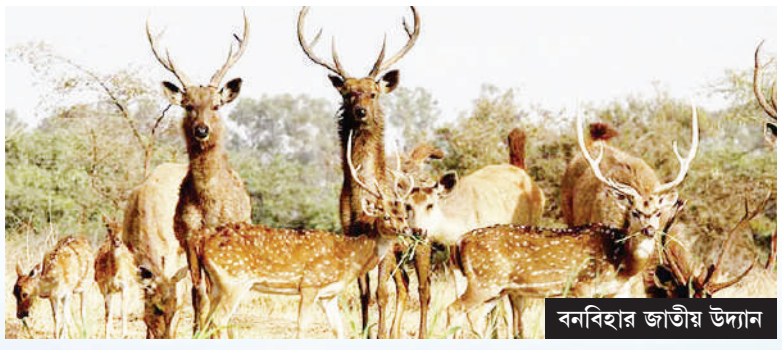
বনবিহার জাতীয় উদ্যান

আপার হ্রদের কাছে অবস্থিত মিউজিয়াম অফ ম্যানকাইন্ড দেশের সমৃদ্ধ উপজাতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলা প্রদর্শন করে। আপার লেকের কাছে অবস্থিত আরেকটি আকর্ষণীয় স্থান হল বনবিহার জাতীয় উদ্যান, যা একটি উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা। শহরের সদর মঞ্জিল, গোহর মহল এবং শওকত মহলের স্থাপত্য দেখার মতো।

ভোপালের মন্দিরগুলোর মধ্যে বিড়লার লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ভোজপুর মন্দির এবং ইসকন মন্দির স্থাপত্য ও আধ্যাত্মিক গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত। এই মন্দিরগুলো ইতিহাস, শিল্পকলা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক অপূর্ব মিশ্রণ।

শহরটিতে কয়েকটি আকর্ষণীয় পুরোনো বাজার রয়েছে। সরাফা বাজার এবং চক বাজার পারস্যে প্রচলিত পুরোনো বাজারগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বাজারগুলোতে কাপড় থেকে শুরু করে গয়না, এমনকি বিস্কুট পর্যন্ত পাওয়া যায়। এখানকার জারি কাজ, যা শাড়ি এবং পার্সের উপর এক ধরনের সূচিকর্ম, বেশ জনপ্রিয়।

খাবার মূলত মোঘলাই। জিলাপি এবং পোহার জন্য ভোপাল সুপরিচিত। বোহরা মুসলিমদের তৈরি মুরগির মাংসের একটি পদ রিসালাস, যা ভোপালের একটি জনপ্রিয় খাবার। বাজারগুলোতেও অনেক খাবারের দোকান আছে, যেখানে স্থানীয় সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়। সবমিলিয়ে ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রকৃতি সহাবস্থান দেখা যায় ভোপালে। সপরিবার কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসতে পারেন।

কীভাবে যাবেন?

বিমান, রেল ও সড়কপথে ভোপাল ভারতের অন্যান্য শহরের সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত। শহরের মধ্যে ঘোরার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

কোথায় থাকবেন?

ভোপালে বিভিন্ন বাজেটের জন্য অসংখ্য হোটেল রয়েছে। ফলে থাকা খাওয়ার অসুবিধা হবে না। তবে আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভালো।

ভোজ তাল হ্রদ

মাঠে ময়দানে
25 June, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টি-২০ সিরিজ খেলতে আয়ারল্যান্ড পৌঁছে গেল ভারতীয় ক্রিকেট দল

মাঠে ময়দানে

25 June, 2026 • Thursday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
২৫ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

ফিট বিরাট

বেঙ্গালুরু : চোটের জন্য আফগানিস্তান সিরিজে খেলতে পারেননি। তবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন একদিনের সিরিজ খেলতে কোনও বাধা রইল না বিরাট কোহলির। কারণ বেঙ্গালুরুতে বোর্ডে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ফিটনেস টেস্টে পাস করেছেন। বোর্ড সূত্রের খবর, গত সোমবার বিরাটের ফিটনেস টেস্ট হয়েছিল। সব বিভাগেই পাশ করে গিয়েছেন তিনি। পরের বছর একদিনের বিশ্বকাপ। তার প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইংল্যান্ডের সিরিজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে। কারণ, ইংল্যান্ডের পরিবেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ একই রকম হওয়ার কথা। বিরাট সেই সিরিজে না খেলতে পারলে ধাক্কা লাগত ভারতের। তিনি ফেরায় আরও শক্তিশালী হল দল। যদিও বোর্ড এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে এ-কথা ঘোষণা করেনি।

দুইয়ে শুভমন

দুবাই : আইসিসি ওয়ান ডে ব্যাটারদের ক্রমতলিকার দুইয়ে উঠলেন শুভমন গিল। বুধবার প্রকাশিত তালিকায় তিন ধাপ এগিয়ে শুভমন দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে ৩ ম্যাচে ২৩৮ রান করেছিলেন শুভমন। তারই পুরস্কার পেলেন। তালিকার এক নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেলের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন শুভমন। প্রথম দশে রয়েছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও। তিন নম্বরে রয়েছেন বিরাট। চারে রোহিত।

মনিকার তোপ

নয়াদিল্লি : এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় টেবল টেনিসের মূল দল থেকে বাদ পড়েছেন মনিকা বাত্রা। তাঁকে রাখা রয়েছে রিজার্ভে। আর এতেই ক্ষুব্ধ মনিকা। দল নির্বাচনে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে মনিকার দাবি, কেন তাঁকে বাদ দেওয়া হল তার জবাব দিতে হবে। বুধবার মনিকা জানিয়েছেন, কোন যুক্তিতে তাঁকে দল থেকে বাদ দেওয়া হল সেটা স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।

১৬-অনূর্ধ্বদের জন্য ইসিবির নিয়ম

বৈভবের জন্য আলাদা ড্রেসিংরুম ইংল্যান্ডে

আয়ারল্যান্ড পৌঁছে গেলেন বৈভব-অভিষেকরা। বুধবার।

ডাবলিন, ২৪ জুন : মাত্র ১৫ বছর বয়সেই ভারতীয় দলে সুযোগ করে নিয়েছেন। কিন্তু ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় ড্রেসিংরুম ব্যবহার করতে পারবেন না বৈভব সূর্যবংশী! কারণ আইসিসি এবং ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) কড়া নিয়ম।

সুরক্ষার কারণে আইসিসি এবং ইসিবির নিয়ম অনুযায়ী, ১৬ বছরের কম বয়সি ক্রিকেটাররা সিনিয়রদের সাজঘর ব্যবহার করতে পারবে না। এই নিয়মের জন্য বৈভবের অবশ্য কোনও সমস্যা হবে না। তার জন্য আলাদা সাজঘরের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু ম্যাচ এবং টিম মিটিংয়ের সময় মূল সাজঘর ব্যবহার করতে পারবে বৈভব। উল্লেখ্য, ইংল্যান্ড সফরে বৈভবের সঙ্গে যাবেন তার বাবা-মাও। গত প্রিমিয়ার লিগ মরশুমে আর্সেনালের তরুণ ফুটবলার ম্যাক্স ডাওম্যানের জন্যও একই নিয়ম ছিল। তখন তার বয়স ১৬ হয়নি। ডাওম্যানের জন্যও আলাদা সাজঘরের ব্যবস্থা করা হত।

ইবিসি কর্তারা ভারতীয় বোর্ডকে জানিয়েছেন, সফর চলাকালীন ভারতীয় দলের সঙ্গে এক জন বিশেষ যোগাযোগাকারী অফিসার থাকবেন। তিনি বৈভবের সব কিছু দেখভাল করবেন। প্রতিটি ম্যাচ কেন্দ্রের সেফ গার্ড অফিসার বা সুরক্ষা আধিকারিকও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলবেন বৈভবের ব্যাপারে। সাজঘরের সুরক্ষা যাতে কোনও ভাবে ব্যাহত না হয়, তা দেখা হবে।

ইরানের জন্য নিয়ম শিথিল আমেরিকার

নিউ ইয়র্ক, ২৪ জুন : অবশেষে ইরান নিয়ে নিজেদের অবস্থান কিছুটা বদল করল আমেরিকা। মার্কিন দেশে ম্যাচ খেলতে গিয়ে কঠোর বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হওয়ায় ইরানের কোচ এবং ফুটবলাররা বৈষম্যের অভিযোগ এনেছিলেন। ম্যাচের আগে প্রস্তুতি-ধাক্কা-খাওয়া নিয়ে সরব হয়েছিলেন মেহদি তেরেমিরা। গোটা বিশ্বের সমালোচনার মুখে পড়ে আমেরিকা জানিয়েছে, তৃতীয় ম্যাচের দু'দিন আগে আমেরিকার সিয়াটল শহরে প্রবেশ করতে পারবে ইরান। ওই শহরেই ইরান বিশ্বকাপে তাদের তৃতীয় ম্যাচ খেলবে। তবে বাকি বিধিনিষেধ বহাল থাকছে

আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি দফতর জানিয়েছে, ম্যাচের দু'দিন আগে ইরান দল যেতে পারবে সিয়াটলে। ফলে বুধবারই ইরান সিয়াটল রওনা হচ্ছে। শুক্রবার মিশরের বিরুদ্ধে ম্যাচ তাদের। সংশ্লিষ্ট দফতরের মুখপাত্র বলেছেন, এটা আমাদের পরিকল্পনার মধ্যেই ছিল। প্রথম দু'বার সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে তৃতীয়বার কিছুটা শিথিলতা দেওয়া হত। সেটাই মানা হয়েছে। লম্বা বিমানযাত্রার কারণে ইরানকে আগে এখানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গ্রুপের প্রথম দু'টি ম্যাচে মেক্সিকোর তিজুয়ানা থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে দিনের দিন গিয়ে ম্যাচ খেলে ফিরে আসতে হয়েছিল তেরেমিদের। প্রথম দু'টি ম্যাচ ড্র করেছে ইরান। ২ পয়েন্ট তাদের। শেষ ম্যাচে মহম্মদ সালাহদের হারাতে না পারলে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাবে তারা।

ব্রাজিল ম্যাচ বেঞ্চমার্ক মরক্কো কোচের কাছে

আটলান্টা, ২৪ জুন : ব্রাজিল ম্যাচকেই তাঁরা বেঞ্চমার্ক ধরছেন। মরক্কো কোচ মোহামেদ ওউহাবি বলছেন, ফুটবল দুনিয়ার সামনে আরও কিছু তুলে ধরার আছে তাঁদের। বৃহস্পতিবার মরক্কো মুখোমুখি হবে হাইতির। তার আগে কোচের মুখে ভাল ফল করার আশ্বাস।

২০২২-এর সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো ১৩ জুন প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলকে ১-১ গোলে রুখে দিয়েছে। পরের ম্যাচে তারা স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ৪ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে। আপাতত তারা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। হাইতিকে হারালে পারলে রাউড অফ ৩২ নিশ্চিত হয়ে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে মরক্কো কোচ বলেছেন, ব্রাজিল ম্যাচ আমাদের

মরক্কো কোচের মুখে ব্রাজিল।

জন্য গুরুত্বপূর্ণ বেঞ্চমার্ক ছিল। কিন্তু আমরা বেশিদূর তাকাতে চাই না। রাউন্ড অফ ৩২-এ লোকে নেদারল্যান্ডসের কথা বলছে। কিন্তু আমি জাপানের কথাও বলব। এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। সেটা নেদারল্যান্ডস, জাপান, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স, পর্তুগাল যা খুশি হতে পারে।

ওউহাবির বক্তব্য হল, তাঁরা যে কোনও ম্যাচের জন্য প্রস্তুত। সেটা দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দলের প্রথম গোলকিপার ইয়াসিন বোনুর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে মরক্কো কোচ বলে দেন, হাইতি ম্যাচে কিছু পরিবর্তন হতে পারে। তাঁর কথায়, আমরা হয়তো পরের রাউন্ডো যাব, তবু পরের ম্যাচ জিততে হবে। আমি দলে ২৬ জন ফুটবলারের উপরেই ভরসা রাখছি।

এরপর তিনি যোগ করেছেন, আমাদের লক্ষ্য জয়, তাই হাইতি ম্যাচে সেরা দলকেই নামাব। কয়েকটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে জিতে গ্রুপে শীর্ষে থাকতে চাই। আগে জিতব তারপর দেখব সামনে কে রয়েছে।

ড্রেসিংরুম পরিষ্কার, কর্মীদের জন্য মিষ্টি

মন জয় করল জর্ডন

ক্যালিফোর্নিয়া, ২৪ জুন : প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই সবার মন জয় করে নিল জর্ডন। গ্রুপের প্রথম দুই ম্যাচ হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচ জর্ডনের কাছে নেহাতই নিয়মরক্ষার। তবে মাঠের বাইরের আচরণে ফিফারও প্রশংসা আদায় করে নিলেন জর্ডনের ফুটবলাররা।

আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর, স্টেডিয়াম ছাড়ার আগে নিজেরাই ড্রেসিংরুম পরিষ্কার করেন জর্ডনের ফুটবলার এবং সাপোর্ট স্টাফরা। প্রসঙ্গত, এশিয়ার আরেক দেশ জাপান দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রথা চালু করেছে। এবার তালিকায় নাম লেখাল জর্ডনও। শুধু তাই নয়, স্টেডিয়ামের কর্মীদের জন্য মিষ্টি এবং উপহারও রেখে আসা হয়েছে ড্রেসিংরুমে। সঙ্গে একটি চিঠি। তাতে জর্ডন দল জানিয়েছে, অবিশ্বাস্য এক অনুভূতি নিয়ে তারা ক্যালিফোর্নিয়া ছাড়ছে। যে সব স্টেডিয়াম কর্মী তাঁদের খেয়াল রেখেছিলেন, তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং পেশাদারিত্ব এবং আপ্যায়নে

অভিভূত এবং মুগ্ধ। তারই প্রতিদান হিসাবে কর্মীদের জন্য মিষ্টি ও উপহার রেখে যাওয়া হল।

সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই ভিডিও পোস্ট করেছে ফিফা। সঙ্গে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে জর্ডন দলকে। এদিকে, দল বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিলেও, জর্ডনের কোচ জামাল সেলামি জানিয়েছেন, তিনি নিজের ফুটবলারদের জন্য গর্বিত। এজর্ডন কোচ বলেছেন, এই প্রথমবার আমরা বিশ্বকাপ খেললাম। ফুটবলারদের লড়াইয়ে আমি গর্বিত। এই অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে জর্ডনের ফুটবলকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

রত্ন অঞ্জন, বাগানে বর্ষসেরা আলবার্তো

প্রতিবেদন : এই বছর মোহনবাগান দিবস পালিত হবে দু'দিন ধরে। আগামী ২৯ ও ৩০ জুলাই ঐতিহাসিক মোহনবাগান দিবস উদযাপন করা হবে। আগের ঘোষণা মতো এবার মোহনবাগান রত্ন সম্মানে ভূষিত হবেন অঞ্জন মিত্র। মরণোত্তর সম্মান পাবেন ক্লাবের প্রয়াত সচিব। বুধবার কার্যকরী কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিনের কর্মসমিতির বৈঠকে সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন ক্লাব সভাপতি তথা মোহনবাগান রত্ন স্বপনসাধন বোসের (টুটু) স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ৩০ জুলাই নেতাজি ইনডোরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান পাচ্ছেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার আলবার্তো রডরিগেজ। সেরা ফরোয়ার্ড লিস্টন কোলাসো। সেরা যুব ফুটবলার সুহেল ভাট। সেরা অ্যাথলিট তাহুরা খাতুন। জীবনকৃতি সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার প্রতাপ ঘোষ। বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন অভিষেক রামন।

ডুরান্ড শুরু ২৫ জুলাই : নতুন মরশুম (২০২৬-২৭) শুরু হবে ১৩৫তম ডুরান্ড কাপ দিয়ে। ২৪টি দলকে নিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু ২৫ জুলাই। চলবে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত। তবে একাধিক আইএসএল ক্লাবের ডুরান্ডে খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

আল্ট্রাওয়েভ প্রযুক্তির জার্সি খুব পাতলা ও আরামদায়ক। ওজন ৭২ গ্রাম। কিন্তু ছিঁড়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। সমস্যা বিশ্বকাপে

মদ্রিচের ২০০ ম্যাচে জিতল ক্রোয়েশিয়া

ক্রোয়েশিয়া ১ পানামা ০

টরন্টো, ২৪ জুন : জাতীয় দলের জার্সিতে ২০০তম ম্যাচটা দারুণ কাটালেন লুকা মদ্রিচ। পানামাকে ১-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের নকআউটে দৌড়ে টিক রইল ক্রোয়েশিয়া। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর, মদ্রিচকে কাঁধে তুলে নিয়ে জয়ের উৎসব পালন করলেন সতীর্থরা। যা উপভোগ করলেন ৪০ বছর বয়সী ক্রোট তারকাও। ক্রোয়েশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মদ্রিচকে ২০০তম ম্যাচের স্মারক জার্সিও উপহার দেওয়া হয়।

প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে চাপে ছিল ক্রোয়েশিয়া। তাই ম্যাচের শুরু থেকে গোলের জন্য ঝাঁপান ক্রোট ফুটবলাররা। কিন্তু ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৯ ধাপ পিছিয়ে থাকা পামানার বিরুদ্ধে বিরতির আগে কোনও গোল করতে পারেননি মদ্রিচরা। মরিয়া ক্রোয়েশিয়া কোচ জ্লাতকো দালিচ তাই দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোড়া বদল করেন। ডিফেন্ডার গাভার্দিওল এবং ফরোয়ার্ড পেতার মুসাকে তুলে মাঠে নামান দুই ফরোয়ার্ড আন্তে বুদিমির ও আন্দ্রে ক্রামারিচকে। আর ক্রোট কোচের এই চালেই কিস্তিমাত। ৫৪ মিনিটে সতীর্থ ইয়োসিপ স্তানিসিচের পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে দলকে মূল্যবান তিন পয়েন্ট উপহার দেন বুদিমির। ৩৪ বছর বয়সী ক্রোট স্ট্রাইকারের এটাই প্রথম বিশ্বকাপ গোল। এই ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল পানামা। অন্যদিকে, ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট পাওয়া ক্রোয়েশিয়াকে নকআউটের ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য গ্রুপের শেষ ম্যাচে ঘানাকে হারাতেই হবে।

সামনে ইকুয়েডর, দল নিয়ে পরীক্ষায় জার্মানি

আজ হয়তো প্রথম থেকেই খেলবেন উন্দাভ

নিউ জার্সি, ২৪ জুন : গ্রুপের প্রথম দুই ম্যাচ দাপটে জিতে ১২ বছর পর বিশ্বকাপের নক আউট পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে জার্মানি। চার বারের চ্যাম্পিয়নরা 'ই' গ্রুপে শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করেছে। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট এবং গোল পার্থক্যে অনেক এগিয়ে ৭। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত দেড়টায় গ্রুপে জার্মানির শেষ ম্যাচটি কার্যত নিয়মরক্ষার। সামনে ইকুয়েডর। দুই ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে বিদায়ের মুখে লাতিন দলটি।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে নক আউট পর্ব মাথায় রেখে প্রথম একাদশে কয়েকটি পরিবর্তন করতে পারেন জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসমান। তবে অতিরিক্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে হেঁটে দলের ছন্দ নষ্ট করতে চান না জার্মান কোচ। জার্মান সংবাদমাধ্যমের খবর, ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে শুরু করতে পারেন ডেনিস উন্দাভ।

চলতি বিশ্বকাপে নজরকাড়া পারফরম্যান্স এফবি স্টুটগার্টের ফরোয়ার্ডের। বেঞ্চ থেকে মাঠে এসে সুপার সাব উন্দাভ দুই ম্যাচে তিন গোল করেছেন। সঙ্গে রয়েছে দু'টি গোলে সহায়তাও। জানা গিয়েছে, জামাল মুসিয়ালার জায়গায় উইথড্রল ফরোয়ার্ড পজিশনে উন্দাভকে খেলাতে চাইছেন জার্মান কোচ। গত কয়েক দিনের অনুশীলনে সম্ভাব্য প্রথম এগারোয় তাঁকে এভাবেই খেলিয়েছেন নাগেলসমান। রাইট উইং হাফে ফেলিক্স নিমেচাকে বিশ্রাম দিয়ে লিওন গোরেৎজকাকে খেলানোর সম্ভাবনা। আপফ্রন্টে কাই হাভার্টজের জায়গায় তরুণ ফরোয়ার্ড নিক ওল্টারমেডকে দেখা যেতে পারে।

'ই' গ্রুপের রানার্স হয়ে নক আউটে যাওয়ার সুযোগ আইভরি কোস্টের সামনে। ২ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট তাদের। একই সময়ে তারা খেলবে কুরাসাওয়ের বিরুদ্ধে। ড্র বা জয় তাদের নক আউট পাকা করবে।

মুনোজের গোলের উচ্ছ্বাস।

কঙ্গোর হার, নকআউটে কলম্বিয়া

কলম্বিয়া ১ ডিআর কঙ্গো ০

জাপোপান, ২৪ জুন : টানা দু'ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপের নকআউটে কলম্বিয়া। বুধবার ডিআর কঙ্গোকে ১-০ গোলে হারাতেই পর্তুগালের আগেই গ্রুপ 'কে' থেকে পরের রাউন্ডে ওঠে গেল লাতিন আমেরিকার দেশটি। ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত গ্রুপের শীর্ষ কলম্বিয়া। সমান ম্যাচে ৪ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে পর্তুগাল। গ্রুপের শেষ ম্যাচে এই দু'দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সেদিনই কোন দল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউটে উঠবে, সেটা চূড়ান্ত হয়ে যাবে।

ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছে কলম্বিয়া। কিন্তু ডিআর কঙ্গোর গোলকিপার লিওনেল এমপাসির দৃঢ়তায় কিছুতেই গোলের দেখা মিলছিল না। বিরতির আগেই হামেস রডরিগেজের শট দক্ষতার তুঙ্গে উঠে বাঁচান এমপাসি। এরপর লুইজ দিয়াজ ও জন আরিয়াসকেও নিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত করেন ডিআর কঙ্গো গোলকিপার। অবশেষে ৭৬ মিনিটে ড্যানিয়েল মুনোজের গোলে স্বস্তি ফেরে। সতীর্থ জুয়ান কুইন্তেরোর পাস থেকে বল পেয়ে শট নিয়েছিলেন মুনোজ। যা প্রতিপক্ষ এক ফুটবলারের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়িয়ে যায়।

শীর্ষে চোখ ডাচদের, জাপানের নক আউটে

কানসাস সিটি, ২৪ জুন : 'এফ' গ্রুপের শীর্ষে থেকে বিশ্বকাপের নক আউটে খেলার যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে নেদারল্যান্ডস। শুক্রবার কানসাস সিটিতে গ্রুপের শেষ ম্যাচে রোনাল্ড কোমানের দলের সামনে তিউনিশিয়া। আফ্রিকার দেশটি ইতিমধ্যে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে প্রথম দুই ম্যাচ হেরে। তবু শেষ ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিয়ে নিজেদের বিপদে ফেলতে চায় না বিশ্বকাপে তিনবারের ফাইনালিস্ট নেদারল্যান্ডস।

গ্রুপে দুই ম্যাচ খেলে নেদারল্যান্ডস ও জাপানের পয়েন্ট ৪। সুইডেনের ৩। তবে গোল পার্থক্যে শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। সেরা তৃতীয় দল হয়ে শেষ ৩২ রাউন্ডে খেলার সুযোগ থাকায় সুইডেনও নক আউটের দৌড়ে ভালভাবেই রয়েছে। 'এফ' গ্রুপের শেষ ম্যাচে শুক্রবার ভারতীয় সময় ভোরে একইসঙ্গে নেদারল্যান্ডস-তিউনিশিয়া এবং জাপান-সুইডেন ম্যাচ রয়েছে।

বিশ্বকাপে শুরুটা ভাল হয়নি ডাচদের। জাপানের বিরুদ্ধে ড্র করার পর শেষ ম্যাচে সুইডেনকে পাঁচ গোল দিয়ে নক আউট পর্ব প্রায় নিশ্চিত করেছেন ভার্জিল ভ্যান ডাইকরা। কোডি গাকপোরা দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন। দলের সেরা স্ট্রাইকার মেমফিস ডিপে ফিটনেসের কারণে এখনও শুরু থেকে খেলতে না পারলেও ব্রায়ান ববির মতো নবাগত স্ট্রাইকার সুইডেনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ভরসা দিচ্ছেন। তিউনিশিয়ার বিরুদ্ধেও হয়তো আপফ্রন্টে গাকপোর সঙ্গে ব্রবিকে শুরু থেকে খেলাবেন ডাচ কোচ। রাইট ব্যাক থেকে উপরে উঠে আক্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেনজিল ডামফ্রিস।

এশিয়া জায়ান্ট জাপান দুরন্ত শুরু করেছে বিশ্বকাপে। শেষ ম্যাচে সুইডেনের দুই ভয়ঙ্কর স্ট্রাইকার ভিক্টর গাইওকেরেস ও আলেকজান্ডার ইসাককে থামিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়েই নক আউটের টিকিট কনফার্ম করতে মরিয়া দাইচি কামাদারা।

নেদারল্যান্ডসের অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে ব্রবি, ডামফ্রিসরা। কানসাস সিটিতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রোনাল্ডো নাকি মেসি কে সেরা? পর্তুগাল কোচ রবের্তো মার্টিনেজ বললেন ওঁরা দু'জনেই ফুটবলকে উঁচুতে তুলে ধরেছে

মাঠে ময়দানে

25 June, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৫ জুন ২০২৬
বৃহস্পতিবার

মেসিকে নিয়ে প্রশ্ন এড়ালেন রোনাল্ডো

খারাপ সময় কাটিয়ে উঠলাম

হিউস্টন, ২৪ জুন : রেফারির শেষ বাঁশি বাজার পরেই টিভি ক্যামেরার সামনে ছুটে গিয়ে তাঁর সদর্প ঘোষণা ছিল— আই অ্যাম ব্যাক! উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে জোড়া গোলের পর সাংবাদিক বৈঠকে এসেও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর মুখে সেই একই কথা।

বিশ্বকাপের আগে শেষ দুটো প্রস্তুতি ম্যাচে গোল পাননি। একই ঘটনা ঘটেছিল ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেও। প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল তাঁকে নিয়ে। রোনাল্ডো বলছেন, খুব কঠিন একটা সপ্তাহ কাটালাম। মনে হচ্ছিল, ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছি। কিন্তু কঠিন সময়েও নিজেকে শক্ত রেখেছিলাম। আমি সব সময় কঠোর পরিশ্রমে বিশ্বাস রেখেছি। জানতাম, সতীর্থরা সাহায্য করার জন্য পাশেই রয়েছে। কঠিন সময় ছিল, সেটা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই অন্ধকার সময় পার করতে পেরেছি। আমরা দারুণভাবে ফিরে এসেছি। আমি খুব খুশি।

বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে ছ'টি বিশ্বকাপে গোল করে রেকর্ড গড়েছেন। উজবেকিস্তান ম্যাচের পর রোনাল্ডোর বিশ্বকাপ গোলের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০টি। কিংবদন্তি ইউসেবিওকে ছাপিয়ে তিনি এখন বিশ্বকাপের ইতিহাসে পর্তুগালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। রোনাল্ডো যদিও বলছেন, রেকর্ড গড়তে ভালই লাগে। কিন্তু আমার গোলে দল নিজের লক্ষ্য ছুঁতে পেরেছে। দলের কঠোর পরিশ্রম এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়াই আসল লক্ষ্য ছিল।

গোটা সাংবাদিক বৈঠকে দারুণ মেজাজে ছিলেন পর্তুগিজ তারকা। তবে তাল কাটল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর প্রসঙ্গ উঠতেই! এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, মেসিও তো জোড়া গোল করেছে। কিন্তু ওই সাংবাদিকের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই রোনাল্ডো বলে ওঠেন, পরের প্রশ্ন করুন। সেই সাংবাদিক ফের বলেন, তিনি রোনাল্ডোকে আরও একটি প্রশ্ন করতে চান। তখন পর্তুগিজ তারকা জবাব দেন, প্রশ্নর উপর নির্ভর করছে উত্তর দেব কি না!

কোয়ার্টার ফাইনালে পর্তুগালের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মেসির আর্জেন্টিনার। সেই প্রসঙ্গ উঠতেই রোনাল্ডো বলেন, জানি না এর কী উত্তর দেব! এই ধরনের প্রশ্নের কোনও অর্থ নেই। তবে সেরা মানের খেলা হতে চলেছে। আমাদের ফোকাস এখন শুধুই কলম্বিয়া ম্যাচে। নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে রোনাল্ডোর বক্তব্য, আমি সব সময়ই ফিরে আসি, একটু আগে কিংবা পরে। নিজের কাজটা করে যাওয়াই আসল। আমি যা করি, তাতে আমার প্রবল বিশ্বাস আছে। আমার পুরো ক্যারিয়ারটাই এমন।

এদিকে, পর্তুগাল কোচ রবের্তো মার্টিনেজকে প্রশ্ন করা হয় মেসি-রোনাল্ডোর তুলনা নিয়ে। তিনি বলেন, ওরা দু'জনেই ফুটবলকে বদলে দিয়েছে, উন্নত করেছে। ফুটবলকে এগিয়ে যেতে ওদের দু'জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব দরকার। আমাদের অধিনায়ক ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলছে। ও আদর্শ, এখন দলের অধিনায়ক। রোনাল্ডো অনুশীলনে নিজেকে উন্নত করতে চায়। সাজঘরে ওর ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ার মতো। শৃঙ্খলা দেখলেও অবাক হতে হয়। কেন ও এত আগ্রাসী সেটা বুঝতে পারি।

ড্র করে অপেক্ষা বাড়ল ইংল্যান্ডের

পেনাল্টি না পেয়ে ক্ষুব্ধ ঘানা

পেনাল্টি নিয়ে বিতর্কের সেই মুহূর্ত। ইংল্যান্ড-ঘানা ম্যাচে।

ইংল্যান্ড ০ ঘানা ০

বোস্টন, ২৪ জুন : ঘানার কাছে আটকে গিয়ে অপেক্ষা বাড়ল হ্যারি কেনদের। ম্যাচটা জিতলেই নকআউটের ছাড়পত্র পেয়ে যেত ইংল্যান্ড। কিন্তু ঘানার জমাট রক্ষণ ভেদ করতেই পারলেন না টমাস টুহেলের ফুটবলাররা। অন্যদিকে, নিশ্চিত পেনাল্টি থেকে তাঁর দলকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই অভিযোগ তুলেছেন ঘানার কোচ কার্লোস কুইরোজ।

ম্যাচের শেষ দিকে ঘানার পরিবর্ত ফুটবলার প্রিন্স আদু ইংল্যান্ডের বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে ফেলে দেন ইংল্যান্ডের এজরি কনসা। রিপ্লেতে দেখা যায়, ইংরেজ ডিফেন্ডারের হাঁটু আদুর হাঁটুতে লাগে। বলে ন্যূনতম স্পর্শ ছিল না। কিন্তু ঘানার জোরালো পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। এমনকী, ভিএআর-এর সাহায্যও নেননি। ম্যাচের পর এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন কুইরোজ। তাঁর কটাক্ষ, ওটা পরিষ্কার পেনাল্টি এবং লাল কার্ড। ভিএআর কি ওই সময় কফি খেতে গিয়েছিল! আমি সত্যিই নিশ্চিত নই, ভিএআর বিশ্বকাপে কাজ করছে কি না। আমাদের এখানে কি ভিএআর আছে? ওটা কি কাজ করছে? ইংল্যান্ড ভাগ্যবান।

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকা ওয়েন রুনিও মনে করেন, ওটা পরিষ্কার পেনাল্টি ছিল। তিনি বলেছেন, ট্যাকল করার সময় কনসার পা বলে লাগেনি। সরাসরি বিপক্ষ ফুটবলারের হাঁটুতে লেগেছে। আমার মতে, ওটা পেনাল্টি ছিল। এদিকে, টুহেল আবার এই নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে ড্র করে তিনি যে হতাশ, সেটা জানিয়ে ইংল্যান্ড কোচ বলেন, ম্যাচটা আমাদেরই জেতা উচিত ছিল। তবে এই ড্র সতর্কবার্তা বলে মনে করছি না। সমর্থকদের বলছি, দলের প্রতি আস্থা হারাবেন না।

বিশ্বকাপে আজ

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দক্ষিণ কোরিয়া
(সকাল ৬.৩০, গুয়াদালুপে)
চেক প্রজাতন্ত্র বনাম মেক্সিকো
(সকাল ৬.৩০, মেক্সিকো সিটি)
কুরাসাও বনাম আইভরি কোস্ট
(রাত ১.৩০, ফিলাডেলফিয়া)
জার্মানি বনাম ইকুয়েডর
(রাত ১.৩০, নিউ জার্সি)
নেদারল্যান্ডস বনাম তিউনিশিয়া
(শুক্রবার ভোর ৪.৩০, কানসাস সিটি)
জাপান বনাম সুইডেন
(শুক্রবার ভোর ৪.৩০, টেক্সাস)

সরাসরি ইউনাইট ৮ স্পোর্টসে

বয়স আমি মাথায় রাখি না : মেসি

জন্মদিনেও ছুটি নেই মহাতারকার

ডালাস, ২৪ জুন : ভরা বিশ্বকাপের মধ্যেই ৩৯-এ পা দিলেন লিয়োনেল মেসি। এবারের জন্মদিন সব দিক থেকে আলাদা। জন্মদিনের প্রাক মুহূর্তে ফুটবল দেবতা দুর্মূল্য সব রেকর্ডের ডালি উপহার হিসেবে মেসির হাতে তুলে দিয়েছেন। ডালাসেই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। তাই সেখানেই টিম হোটেলে কেক কেটে জন্মদিন পালন করেছেন এল এম টেন। এমনটাই জানিয়েছে আর্জেন্টিনার এক সংবাদমাধ্যম। ডালাস থেকে বুয়েনোস আইরেস, কলকাতা থেকে কালিকট— বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফুটবলপ্রেমীদের আরাধ্য দেবতার জন্মদিন পালিত হল ধুমধাম করে। জীবনের বিশেষ দিনেও ছুটি নেই মেসির। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তাঁর একটি জিমের ভিডিও।

বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে। দুই ম্যাচে পাঁচ গোল করে ফেলেছেন মেসি। মিরোস্লাভ ক্লোজেকে পিছনে ফেলে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন। বিশেষ দিনে আর্জেন্টিনার

জন্মদিনে কেক কাটলেন মেসি। পাশে সতীর্থরা।

সংবাদমাধ্যম ওলে-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ফুটবলের জাদুকরের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ব্রাজিলের রোনাল্ডো ৩৮ বছর বয়সে ১২০ কেজি ওজনের হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি এটা শুনেছেন? মেসি বলেন, কেউ একজন আমাকে এটা বলেছিল। আসলে ওর কেরিয়ারে চোট-আঘাত অনেক বেশি ছিল। ঈশ্বরের কৃপায় আমি এ ব্যাপারে ভাগ্যবান। কখনও অস্ত্রোপচারের টেবলেও যেতে হয়নি। এটা অনেক বড় ব্যাপার। আমি আসলে নিজের বয়সের কথা ভেবে খেলি না। বরং শারীরিকভাবে ঠিক কোন জায়গায় আছি, কেমন বোধ করছি, সেটাই মাথায় রাখি। বয়সের কথা চিন্তা না করে নিজের সেরাটা সবসময় উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করি। নিশ্চিতভাবেই কোনও এক সময় শরীর দেবে না এবং বলবে, আর নয়। তবে আপাতত আমি খেলাটা উপভোগ করছি এবং আমার যেটা কাজ, সেরা ফর্মে থেকে দলকে সাহায্য করার চেষ্টা করে যাচ্ছি।

চলতি বিশ্বকাপে তাঁর ফর্ম ও গোলের খিদে দেখে ভক্তরা তাঁদের প্রিয় তারকাকে ২০৩০ বিশ্বকাপেও চাইছেন। এই প্রসঙ্গে মেসি বলেছেন, ওটা অনেক দূরের ব্যাপার। আমি বর্তমানে থাকতে চাই। প্রতিটি দিন ধরে এগোতে চাই। তবে আরও কিছু দিন খেলা চালিয়ে যাব। যতদিন নিজের অবদান রাখতে পারব, শারীরিকভাবে ভাল বোধ করব এবং সতীর্থদের সাহায্য করতে পারব, ততদিন খেলে যাব।

আর্জেন্টিনায় মেসির ৮৫ ফুটের একটি মূর্তি উন্মোচনের খবর সামনে এসেছে। শহরতলি পাতাগোনিয়ায় কিংবদন্তির জন্মদিনে তাঁর নীল-সাদা মূর্তি দেখতে অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়ে।

মাঠে ময়দানে

25 June, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছবিতে বিশ্বকাপ